রিযিক্ব

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

জন্ম গাইবান্ধায়। বেড়ে উঠা রাজশাহীতে। পিতা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাতা উম্মে মারিয়াম রাযিয়া। উভয়েই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাদের হাতেই লেখকের পড়াশোনার হাতেখড়ি। কুরআন ও হাদীছের উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করেছেন দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত ও মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব থেকে। কুরআন মাজীদ হিফয সম্পন্ন করেছেন গিলেটবাজার মাদরাসা বানারস থেকে। তার অন্যতম শিক্ষকগণ হচ্ছেন মাওলানা বদিউজ্জামান (রহ.), শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী, মুফতী সাঈদ আহমাদ পালানপুরী, মাওলানা নিয়ামাতুল্লাহ আ'যমী, মুফতী হাবীবুর রহমান আ'যমী, শায়খ আওয়াদ আর-রুওয়াইছী, শায়খ আয়মান আর-রুহাইলী, শায়খ আনীস ত্বাহের, শায়খ আব্দুল বারী বিন হাম্মাদ আল-আনছারী, শায়খ মুহাম্মাদ বিন হাদী আল-মাদখালী প্রমুখ। হাদীছ নিয়ে গবেষণা ও লেখালেখি করতে ভালবাসেন। গবেষণার পাশাপাশি দেশে সমাজ সংস্কার ও সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমানে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীছ ডিপার্টমেন্টের উলূমুল হাদীছ বিভাগে মাস্টার্সে অধ্যয়নরত।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

রিযিক্ব

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

দাওরায়ে হাদীছ, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত।
বি.এ (অনার্স), এম. এ (অধ্যয়নরত), উলূমুল হাদীছ বিভাগ,
মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।
ই-মেইল : tubafoundation1@gmail.com

নিবরাস প্রকাশনী

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

রিযিক্ব

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি-২০২১

গ্রন্থস্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণ
আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

অনলাইন পরিবেশক
Rokomari.com

RIZIQ by Abdullah Bin Abdur Razzak & Published by
Nibras Prokashoni, Nawdapara, Sopura, Rajshahi.

Price : Tk. 70.00

প্রকাশনায়
নিবরাস প্রকাশনী
এমাদ আলী গ্লাজা, নওদাপাড়া (আমচত্বর), সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৪০৭-০২১-৮৪৯, ০১৩০১-৩৯৬-৮৩৬

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

সূচিপত্র

ভূমিকা ৭
জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তবতা ৯
দুনিয়ার দাম কত টাকা? ১২
টাকা বেশি হলেই কি শান্তি? ১৪
কে বোকা আর কে বুদ্ধিমান? ১৮
আসল জীবন কোনটা? ২২
এপার বনাম ওপার ২৪
দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষদের অবস্থা ২৮
রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ভয় ও বস্তুবাদী দুনিয়া ৩২
রিযিক্ব কী? ও তার প্রয়োজনীয়তা ৩৫
রিযিক্ব কি আপনার হাতে? ৩৭
ভাগ্য ও রিযিক্ব ৪০
তাহলে কি ঘরে বসে থাকব? ৪১
আল্লাহ সবাইকে ধনী করলেন না কেন? ৪৪
আল্লাহ্‌র পরীক্ষা বনাম মানুষের পরীক্ষা ৪৭
ধনী হওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় ৪৯
বরকত ৫২
বরকতের বাস্তবতা ৫৩
▶ রাসূল ﷺ -এর ঘটনা ৫৩
▶ আবু হুরায়রা رضي الله عنه -এর ঘটনা ৫৪
▶ আম্মুর ঘটনা ৫৪
বরকতময় জায়গা ৫৬
বরকতময় সময় ৫৮
বরকতময় কর্ম ৬০
▶ বিসমিল্লাহ বলা ৬০
▶ মহান আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা ৬১
▶ কুরআন তেলাওয়াত করা ৬২
▶ একত্রে খাবার খাওয়া ৬২

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

▶ যমযমের পানি পান করা ৬৩
কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে রিযিক্ব বৃদ্ধির উপায় ৬৪
▶ তাওহীদ ৬৪
▶ ক্ষমা প্রার্থনা করা ৬৬
▶ আল্লাহকে ভয় করা ৬৭
▶ আল্লাহ্র উপর ভরসা করা ৬৮
▶ আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখা ৬৯
▶ আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা ৭১
▶ বার বার হজ্জ-ওমরা করা ৭২
▶ দুর্বল ও বিপদগ্রস্তের প্রতি সদয় হওয়া ৭৩
▶ ইবাদতের জন্য সময় বের করা ৭৩
▶ আল্লাহ্র নে'মতের শুকরিয়া আদায় করা ৭৪
▶ বিয়ে ও সন্তান বেশি হওয়া ৭৫
▶ তালেবুল ইলম এর পিছনে খরচ করা ৭৬
কী করলে রিযিক্ব কমে? ৭৮
▶ গুনাহ ৭৮
▶ পিতা-মাতার অবাধ্যতা ৮০
▶ যিনা ৮১
▶ সূদ ৮৩
▶ অপচয় ৮৪
▶ নে'মতের অবমূল্যায়ন ৮৫
▶ ফক্বীর-মিসকীনকে গলা ধাক্কা ৮৬
▶ অহংকার ৮৭
▶ গরীব গৌরবী ৮৭
জীবনের দুঃখ-কষ্ট ও কিছু কথা ৮৮
বিপদ-আপদ ৯০
রিযিক্বের জন্য কিছু দু'আ ৯২

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

ভূমিকা

প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি আমাদের রূযী-রুটির ব্যবস্থা করেছেন। শান্তি অবতীর্ণ হোক তাঁর প্রেরিত দূত মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর, যিনি আমাদের সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের সঠিক পদ্ধতি শিখিয়েছেন।

সুজলা সুফলা আমাদের এই বাংলাদেশ একটি নিম্ন আয়ের দেশ। নিজ পরিবারে স্বচক্ষে অর্থনৈতিক অনটন হয়তো কোনো দিন দেখিনি। কিন্তু নানীর বাড়িতে থাকার সুবাদে মামিদের কাছেই মানুষ। তাদের আলু-বেগুন ভর্তা, আলু-বেগুনের পুড়পুড়ি আর ভাত, পান্তার সাথে লবণ-তেল ও হালকা কাঁচা মরিচের স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে। সত্যি বলতে কী, মানুষ যে দুনিয়াতে কত রকমের খাবার খায় তা আজকাল দেখছি! রেস্টুরেন্টগুলোতে কত শত আইটেম! মুখস্থ করতে গেলেও কয়েক সপ্তাহ লাগা অস্বাভাবিক নয়। অথচ এ দেশের এখনো অধিকাংশ মানুষের কাছে খাবার বলতে আমার মামার বাড়ির এই খাবারগুলোই মৌলিক, যার সাথে আমার জন্ম থেকে সখ্য। তাই সামান্য হলেও আমি অনুভব করতে পারি এ দেশের গরীব-দুঃখী মানুষের অবস্থাটা। এ দেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে।

হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে তাদের অর্থ উপার্জন করতে হয়। সূদী অর্থনীতির কারণে দেশের কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তির কাছে সমস্ত টাকা কুক্ষিগত। যারা ধনী তারা আরও ধনী হচ্ছে। যারা গরীব তারা আরও গরীব হচ্ছে। কিন্তু এই দরিদ্রতা থেকে মুক্তির উপায় কী? সমাজবিদগণ দরিদ্রতার জন্য বিভিন্ন কিছুকে দায়ী করে থাকেন যার সবই বাহ্যিক কারণ।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

রিযিক্ব

সেই বাহ্যিক কারণের আলোকে তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতি বাতলে দেন দরিদ্রতা থেকে মুক্তির। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে দরিদ্রতার কিছু আধ্যাত্মিক কারণও রয়েছে। যেগুলো আমরা দেখতে না পেলেও তা অতি বাস্তব। ইতিহাস তার সাক্ষী।

আমরা এই বইয়ে বাংলাদেশের হতদরিদ্র সমাজের জন্য এমন কিছু আলোচনা পেশ করেছি যা তাদের অশান্ত আত্মাকে শান্ত করবে। তাদের অস্থির মন স্থির হবে। এই বইয়ে দুনিয়ার মূল্য, অর্থ-সম্পদসহ জীবনঘনিষ্ঠ অনেক বিষয় ফুটে উঠেছে।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌র নিকট আবেদন, তিনি যেন মুসলিম সমাজের জন্য আমার এই ছোট্ট খিদমতকে কবুল করেন। আমাকে, আমার পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও পরিবার-পরিজন সকলকেই তাঁর দ্বীনের খিদমতের জন্য কবুল করেন! বিনিময়ে তাঁর কাছে শুধু জান্নাত কাম্য।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তবতা

একজন ব্যক্তি পরিবারসহ সফরে বের হয়েছে। গাড়ি সে নিজেই ড্রাইভ করছে। কিছুদূর পর রাস্তায় একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। হাত দেখাচ্ছে। লোকটি গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী নাম? কী চাও? মানুষটি বলল, আমার নাম ধন-সম্পদ। আমাকে চাইলে সাথে নিতে পারো। লোকটি পিছনে বসা স্ত্রী-পুত্রকে জিজ্ঞেস করল। সবাই সমস্বরে সম্মতি জ্ঞাপন করল। কিছুদূর যেতেই আবার আরেকজন মানুষ। একই প্রশ্ন। মানুষটি বলল, আমার নাম খ্যাতি-যশ। চাইলে সাথে নিতে পারো। সবার সম্মতিতে সাথে নেওয়া হলো। কিছুদূর পর আবার আরেকজন মানুষ। জবাবে সে বলল, আমার নাম দ্বীন। চাইলে সাথে নিতে পারো। সবাই রি-রি করে উঠল। স্ত্রী বলছে, এটাকে সাথে নিলে আমাকে সেকেলে যুগের বোরকা পরতে হবে। ছেলে বলল, কত সুন্দর গান শুনছিলাম এখনই বন্ধ করতে হবে। পিতা ভাবছে দিনে পাঁচবার ছালাত পড়তে হবে, দাড়ি রাখতে হবে। ১৪ রকম ঝামেলা। কেউ সাথে নিতে চাইল না। দ্বীনকে পিছনে ফেলে তাদের গাড়ি এগিয়ে চলল। সামনে চেক পোস্ট। কিছু পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশ গাড়ি দাঁড় করিয়ে লোকটিকে নেমে আসতে বলল। লোকটি নামল।

পুলিশরা বলল, আমাদের সাথে চলো। তোমার সফরের সময় শেষ। লোকটি বলল, আমার স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পদ তাদেরকে সাথে নিই! পুলিশ বলল, না! সাথে দ্বীন ছাড়া কিছুই যাবে না। লোকটি বলল, দ্বীনকে তো সাথে নিইনি। সে তো পিছনে থেকে গেছে। দয়া করে, একটু সময় দিন! নিয়ে আসি। পুলিশ বলল, আপনার সময় শেষ। আর সম্ভব না।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

লোকটি তার গাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে তার বড় ছেলে হাত নেড়ে বিদায় দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে যাচ্ছে।

আমাদের এই কাল্পনিক গাড়িটা দুনিয়ার সফর। কাল্পনিক পুলিশ মালাকুল মাউত। এটাই হলো দুনিয়ার সবচেয়ে সত্য ও নিষ্ঠুর বাস্তবতা।

মনে করেন, আপনি অনেক পরিশ্রম করে একটা উন্নতমানের অত্যাধুনিক পার্ক তৈরি করলেন। সেখানে দুনিয়ার সব ধরনের ফুলের সমারোহ ঘটালেন। দৃষ্টিনন্দন সব গাছ দিয়ে পার্ককে মোহিত করে তুললেন। সাথে বিভিন্ন বিনোদন সামগ্রীরও ব্যবস্থা করলেন। সুইমিং পুল থেকে শুরু করে বোট রেসিং পর্যন্ত সবই। এখন পার্কটা উদ্বোধনের সময়। লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম করবেন। হঠাৎ চালু করার আগের দিন এমন ভূমিকম্প ও ঝড়-বৃষ্টি হলো সব ধুলায় ধূলিসাৎ। সব আশায় গুড়েবালি।

মনে করেন, একজন কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জমি চাষ করল। পানি দিল। আগাছা তুলল। সময়মতো বিষ দিল। সার দিল। নিড়ানি দিল। বিভিন্ন জীব-জন্তু থেকে জমিকে পাহারা দিল। দীর্ঘ কয়েক মাস যাবৎ দীর্ঘ পরিশ্রম শেষে এখন তার বিঘা-বিঘা ধান পেকে সোনালি হয়ে গেছে। খুশিতে বাগবাগ কৃষকের মন। হঠাৎ রাত্রে প্রচণ্ড ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে সব ধানের শীষ ঝরে গেল। সব স্বপ্ন ভঙ্গ।

এই উদাহরণগুলোই মহান আল্লাহ দিয়েছেন দুনিয়ার জন্য। পুরো দুনিয়াটাই মূলত এই ভূমিকম্পে ধূলিসাৎ হওয়া পার্কের মতো। দুনিয়ার নাতিদীর্ঘ ৬০ বছরের জীবনের ফলাফল মূলত ঝড়ে, শিলাবৃষ্টিতে বিপর্যস্ত ধানের ক্ষেতের মতো *(ইউনুস, ২৪; হাদীদ, ২০)*।

عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقْرَأُ: أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، قَالَ: « يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي، مَالِي، قَالَ: وَهَلْ لَكَ، يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟».

মুত্বাররিফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে শিখখির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আমার পিতা আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকটে আসলাম তখন তিনি পড়ছিলেন, 'আল-হাকুমুত তাকাছুর' তথা তোমাদেরকে দুনিয়া অর্জনের প্রতিযোগিতা পরকাল থেকে গাফেল রেখেছে। এরপর রাসূল ﷺ বলেন, 'আদম সন্তান বলে, আমার মাল! আমার সম্পদ! আমার টাকা! হে আদম সন্তান তোমার জন্য এই তিনটা ছাড়া আর কিছু কি আছে- যা খাও তা নষ্ট হয়ে যায়, যা পরো তা পুরাতন যায়, আর যা দান করো তা বাকী থাকে?' *(ছহীহ মুসলিম, হা/৭৬০৯)*।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

রিযিক্ব

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ « يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ ».

আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'নিশ্চয় মৃত ব্যক্তিকে তিনটি জিনিস অনুসরণ করে- তার পরিবার, তার সম্পদ ও তার আমল। (দাফনের পর) দুইটি বস্তু ফিরে আসে এবং শুধু একটি বস্তু তার সাথে থেকে যায়। তার পরিবার ও সম্পদ ফিরে আসে আর তার আমল শুধু তার সাথে বাকী থাকে' *(ছহীহ বুখারী, হা/৬৫১৪)*।

উপরিউক্ত দুটি হাদীছ ও উদাহরণে মানুষের জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তবতা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। আমাদের উপার্জিত লক্ষ লক্ষ টাকা হয় আমরা খাওয়ার পিছনে খরচ করি অথবা নামি-দামি পোশাক ক্রয়ের পিছনে খরচ করি। গ্রামের একটা পরিভাষা আছে, 'হা করলেই হু নল্লিত গেলেই গু'। তথা খাবারের স্থায়িত্ব জিহ্বা পর্যন্তই। কণ্ঠনালী অতিক্রম করার পর তার কোনো স্বাদ আমরা পাই না। নিজ গতিতে হজম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা সমগ্র শরীরে সাপ্লাই হয় এবং বর্জ্য হয়ে বের হয়ে যায়। আমরা গাড়ি-ঘোড়া, পোশাক-আশাক যেটাই ক্রয় করি না কেন তা একদিন নষ্ট ও পুরাতন হয়ে যায়। আমাদের কিছুই চিরস্থায়ীভাবে আমাদের সাথে থাকে না। যা একেকটু জমি-জায়গা ব্যাংক ব্যালেন্স ছিল তাও আমার নয়। শুধু মারা গেলেই হলো। মারা যাওয়া মাত্রই তা অন্যের। তাহলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ডিউটি করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জমি চাষ করে আমি আমার জন্য কী করলাম?

জি, হ্যাঁ। ডিউটির আগে যদি ফজর ছালাত পড়ে থাকেন, তাহলে ঐ ১০ মিনিটের ছালাতটা মূলত আপনার নিজের। কুরআন তেলাওয়াত দিয়ে দিন শুরু করলে সেই তেলাওয়াতটা মূলত আপনার। আল্লাহ্‌র রাস্তায় কিছু দান করলে সেটা মূলত আপনার। তাই স্বার্থপর হৌন! নিজের স্বার্থ বুঝতে শিখুন! বুদ্ধিমানের পরিচয় দিন! নিজের জন্য প্রকৃত ব্যাংক ব্যালেন্সে কিছু হলেও জমা করুন! আল্লাহ্‌র বিধান মেনে চলুন!

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

দুনিয়ার দাম কত টাকা?

ঢাকায় একটা প্লট-ফ্লাট নেওয়ার সে কী উচ্চাভিলাষ! আজকের বাজারে শহরে জমি মানে সোনা। কোটি কোটি টাকা দাম। সারা দুনিয়ায় এই রকম কত জমি আছে। এই জমিগুলোর নিচেই আছে কত সোনার খনি, কত তেলের খনি তার ইয়ত্তা নাই। সারা দুনিয়ায় জলে-স্থলে কত হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি আছে তা হিসাব করা মানুষের সাধ্যাতীত। সেখানে গত হাজার হাজার বছরে কত হাজার কোটি টাকা মানুষ আয় করেছে, ব্যয় করেছে, খেয়েছে তা মানুষের হিসাব ক্ষমতার (ক্যালকুলেটিং পাওয়ার) বাইরে। আরও কত করবে তাও অজানা। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব মিলিয়ে আমাদের দৃষ্টিতে এই দুনিয়ার দাম কত হাজার কোটি টাকা হতে পারে? আমাদের কাউকে পুরো দুনিয়ার সকল জমি-জায়গা, অর্থ-সম্পত্তি দিতে চাওয়া হলে কত টাকায় কিনে নিব? আমাদের উত্তরের আগে এসব কিছুর যিনি মালিক তাঁর জবাব শুনুন! তাঁর নিকটে দর-দাম কত?

عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أُصْبُعَهُ فِي الْيَمِّ . فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ؟.

মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'নিশ্চয় পরকালের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত এতটুকু যে, তোমাদের কেউ তার আঙ্গুল সাগরে ডুবিয়ে দেখুক তা কতটুকু পানি নিয়ে ফিরে আসে?' *(তিরমিযী, হা/২৩২৩)*।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

রিযিক্ব

একদিকে বিশাল আটলান্টিক, প্রশান্ত, ভারত, আরব, লোহিত ইত্যাদি বিশাল মহাসাগরসমূহ অন্যদিকে ক্ষুদ্রাতিকায় মানুষের ক্ষুদ্র হাতের ক্ষুদ্রতম আঙ্গুলের সাথে লেগে থাকা এক ফোটা পানি। সমগ্র দুনিয়ার লক্ষ-কোটি সম্পত্তির দাম এই এক ফোটা পানি।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ « أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ ». فَقَالُوا مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَىْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ « أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ ». قَالُوا وَاللهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فِيهِ لأَنَّهُ أَسَكُّ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ فَقَالَ « فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ ».

জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূল ﷺ বাজারের মধ্যে দিয়ে একটি মৃত কান কাটা ছাগলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তার আশেপাশে তার ছাহাবায়ে কেরাম ছিলেন। তিনি ছাগলটির কান ধরে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এই ছাগলটিকে এক দিরহাম দিয়ে ক্রয় করে নিবে? ছাহাবীগণ বললেন, আমরা এটা কোনো কিছুর বিনিময়েই নিতে চাই না আর আমরা এটা নিয়ে কিইবা করব? ছাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! যদি এটা জীবিত হত তবুও তার কান কাটা থাকা তার জন্য ত্রুটি হিসাবে বিবেচিত হত। আর এখন তো এটা মৃত। তখন রাসূল ﷺ বললেন, 'তোমাদের নিকট এই মৃত কান কাটা ছাগলের যত তুচ্ছ ও মূল্যহীন মহান আল্লাহ্‌র নিকট এই সমগ্র দুনিয়া ও তার মাঝে যা কিছু আছে তার চেয়েও বেশি তুচ্ছ ও মূল্যহীন' *(ছহীহ মুসলিম, হা/৭৬০৭)*।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا قَطْرَةً أَبَدًا ».

সাহ্‌ল ইবনে সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'মহান আল্লাহ্‌র নিকট যদি দুনিয়ার মূল্য একটি মশার ডানার সমানও হতো তাহলে তিনি কোনো কাফেরকে এক চুমুক পানিও পান করতে দিতেন না' *(তিরমিযী, হা/২৩২০; ইবনু মাজাহ, হা/৪১১০)*।

কল্পনা করুন! একটা মশার ডানা আপনি কত টাকা দিয়ে কিনবেন? অথবা একটি মৃত কান কাটা ছাগলের জন্য কত টাকা দিবেন? এই দুনিয়ার যে সম্পত্তি আপনার নিকটে কোটি কোটি টাকা মনে হচ্ছে বাস্তবে কিন্তু তার মূল্য একটা মশার ডানা বা একটা মৃত কান কাটা ছাগলের সমপরিমাণও নয়। এই হলো দুনিয়ার রূঢ় বাস্তবতা।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

টাকা বেশি হলেই কি শান্তি?

বর্তমান সময়ের পিতা-মাতা নিজের অর্জিত সকল সম্পদ ছেলে-মেয়ের পড়াশোনার জন্য ব্যয় করতে দ্বিধা করে না। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ছেলে-মেয়েকে বিভিন্ন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি করাচ্ছে। 'ল' পড়াতে লন্ডন পাঠাচ্ছে। বিবিএ, এমবিএ করাতে মালয়েশিয়া পাঠাচ্ছে। ছেলে এসএসসি, এইচএসসিতে 'এ প্লাস' পাবে এই জন্য কত প্রাইভেট আর কোচিং-এ মাথার ঘাম পায়ে ফেলা টাকা নির্দ্বিধায় ঢালছে। কত কি না করছে তার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু ফলাফল কী?

অনেকের কাছে মনে হবে একটা ভালো চাকরিই মনে হয় শিক্ষার লাভ। সেই চাকরি থেকে পাওয়া টাকায় বাড়ি-গাড়ি, জমি-জায়গা করতে পারাই মনে হয় শিক্ষার ফল। ভালো চাকরি দিয়ে কী হবে, যদি চাকরি থাকার পরেও মাকে বৃদ্ধাশ্রমে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হয়! যে মায়ের গলার হার বিক্রি করা টাকায় পড়াশোনা করেছে ছেলে ঐ মাকেই যদি মূল্যায়ন করতে না পারে তাহলে চাকরি দিয়ে কী লাভ? স্ত্রী যদি নিজের স্বামী ও ছেলে-মেয়েকে ফেলে পরকীয়ায় লিপ্ত হয় তাহলে গাড়ি-বাড়ি দিয়ে কী হবে? স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি মিল না থাকে তাহলে এসি রুম দিয়ে কী হবে?

সুখ আর শান্তি এক জিনিস নয়। এসি গাড়ি, বহুতল ভবন, বিঘা বিঘা প্লট, ব্যাংকের লাখ লাখ টাকা এগুলো সুখ হতে পারে।

কথায় আছে টাকায় বাঘের দুধও পাওয়া যায়! আপনি টাকা দিয়ে হয়তোবা দুনিয়ার সবই নিজের পায়ের তলায় নিয়ে আসতে পারেন।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

ভালো খাবার, সুন্দরী নারী পেতে পারেন। টাকায় কি-না পাওয়া যায়? কিন্তু শান্তি পাবেন না। শান্তি এমন এক জিনিস যা টাকা দিয়ে কিনতে পাওয়া যায় না। আমাদের কাছে শিক্ষার যে সংজ্ঞা তা আমাদের সুখ দিতে পারবে এতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের শিক্ষায় শিক্ষার হার যতই বাড়ুক দুর্নীতি কমার নামই নিবে না। এ দেশে শিক্ষিত মানুষরাই বেশি দুর্নীতিবাজ। মারামারি, কাটাকাটি রাহাজানি বাড়ছে তো বাড়ছেই। শিক্ষিত মানুষরাই মানুষ খুনের রাজনীতি করে। নিজের স্বার্থ হাছিলের জন্য ভাইয়ের গলায় ছুরি চালায়। শিক্ষা আর শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির পরেও শান্তি তো দূরে থাক; শুধু অশান্তি আর অশান্তি। পত্রিকার পাতা খুললেই খুন, ধর্ষণ আর ইভটিজিংয়ের খবর। কারা করে? নামী-দামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত ছেলেরা। ইয়াবা, মদ গাঁজাসহ কারা গ্রেফতার হয়? শিক্ষিত স্টুডেন্টরা।

তবে হ্যাঁ, অনেকেই কিন্তু শান্তিতে আছে। অশিক্ষিত হওয়ার পরও শান্তিতে আছে। কয়েক দিন আগে প্রথম আলোতে দিনাজপুরের মানুষের জীবনযাপন নিয়ে একটি ফিচার লেখা হয়েছিল। একজন বৃদ্ধ। মাত্র তিন বিঘা জমি। সেখানে ধান আবাদ করেন। ধানের ফাঁকে ফাঁকে সবজি আবাদ করেন। ধান দিয়ে ভাতের কাজ হয়, আর সবজি বিক্রি করে তরি-তরকারী হয়। প্রথম আলোর রিপোর্টার আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, কেমন করে চলে? বৃদ্ধ এক গাল হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'আল্লাহ চলালে এমনি চলে বাহে'। এই বৃদ্ধের মতো অনেক শিক্ষিত মানুষও এক গাল হাসি নিয়ে কথা বলতে পারে। তাদের জীবনেও শান্তি আছে। ছেলে-মেয়ে কথার অবাধ্য হয় না। স্ত্রী আমানতের খেয়ানত করে না। হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে স্বামী যখন বাড়িতে ফিরে তখন স্ত্রীর মিষ্টি হাসিতে সব কষ্ট ভুলে যায়। বৃদ্ধ অবস্থায় কে মায়ের সেবা করবে তা নিয়ে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ছেলেদের ভক্তি দেখে মায়ের মুখে হাসি ফুটে। নিজের কষ্টকে তার স্বার্থক মনে হয়।

আমরা কি কখনো খুঁজে দেখেছি এই শান্তিগুলো কোথা থেকে আসে? ছেলেদের মধ্যে মায়ের মুখে হাসি ফুটানোর ফিলিংস কোথা থেকে আসে? স্ত্রী কেন স্বামীকে খুশি রাখতে চায়? স্বামী কেন স্ত্রীকে ছেড়ে অন্য মেয়ের সাথে পরকীয়ায় লিপ্ত হয় না? ভাই কেন ভাইয়ের জন্য জীবন দিতে চায়?

এই ফিলিংসটা যেখান থেকে আসে সেটাই আসল শিক্ষা। এই শিক্ষা কিছু দিতে পারুক বা না পারুক শান্তি অবশ্যই এনে দিতে পারবে। এই শিক্ষা বাড়ি-গাড়ি না দিতে পারলেও এক গাল হাসি অবশ্যই দিতে পারবে। এই শিক্ষা এসি রুম দিতে না পারলেও মানসিক প্রশান্তি দিতে পারবে।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

এই শিক্ষা দেশকে সর্বোন্নত দেশ না বানাতে পারলেও সবচেয়ে শক্তির দেশ বানাতে পারবে। সামাজিক অবকাঠামোগত উন্নতি না হলেও সামাজিক বন্ধনের উন্নতি হবে। এই শিক্ষা বড় চাকরি দিতে না পারলেও সুন্দর মানুষ উপহার দিতে পারবে। শিক্ষিত শয়তানের চেয়ে অশিক্ষিত সৎ মানুষ অনেক ভালো।

এই শিক্ষার নাম আপনি দিতে পারেন মানবতার শিক্ষা। মানুষ হওয়ার শিক্ষা। কিন্তু কী মূলমন্ত্রকে ভিত্তি করে একজন মানুষ এই মানবতার শিক্ষায় শিক্ষিত হবে? মানবতার মানদণ্ডই বা কী হবে? কে নির্ধারণ করবে সে মানদণ্ড? মানুষ? মানুষের জ্ঞান তো সীমিত। অতীতের সকল ইতিহাস মানুষের অজানা। ভবিষ্যতে কী হবে তাও মানুষ জানে না। অতীতে কোন আইনের ফলে কী হয়েছিল? শান্তি এসেছিল না অশান্তি? তা মানুষের জ্ঞান সীমার বাইরে। কোন নিয়মে কোন অদর্শে মানুষ শান্তিতে থাকবে এটা মানুষ জানে না। এ ছাড়া মানুষের মধ্যে হিংসা আছে, রাগ আছে, আবেগ আছে। এই জাতীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে মানুষ কখনোই সর্বজনীন মানবতার মানদণ্ড দাঁড় করাতে পারে না। এটা অসম্ভব। এই জন্যই সব দেশে রাত-দিন সংবিধান চেঞ্জ হয়। আজকে যেটা আমার আপনার কাছে মানবতার মানদণ্ড, পরেরদিন আরেকজনের কাছে সেটা সন্ত্রাসের মানদণ্ড হতে পারে। হচ্ছেও তাই। এটাই স্বাভাবিক।

সর্বজনীন মানদণ্ড একমাত্র তিনিই দাঁড় করাতে পারেন, যিনি অতীত-ভবিষ্যতের সকল জ্ঞান রাখেন। মানুষের মেধা, মনন, মস্তিষ্ক, ইচ্ছা, অভ্যাস সর্ম্পকে যিনি সবচেয়ে বেশি জানেন। যার মধ্যে কোনো মানুষের প্রতি হিংসা নাই। রাগ নাই। আবেগ নাই। যেখানে প্রতিটি মানুষের জন্য রয়েছে দয়া আর দয়া।

মানুষের সৃষ্টিকর্তা ছাড়া তিনি আর কে হবেন? হ্যাঁ, তিনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ। তিনিই পারেন সর্বজনীন মানবতার মানদণ্ড দাঁড় করাতে। ভালো মানুষ হওয়ার পথ বাতলে দিতে। দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠার থিউরি বলে দিতে পারে।

আপনি বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে চলে যান। দিনাজপুরের এই বৃদ্ধের মতো যারা শান্তিতে আছে তাদের কাছে যান। যে শিক্ষিত পরিবারগুলোতে শান্তি আছে তাদের কাছে যান। তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, কী সেই মূলমন্ত্র যা তাদের জীবন শান্তিতে রেখেছে। যেখানে একজন মানুষ টাকার উপর শুয়ে থেকেও ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমাতে পারে না, সেখানে আপনারা পান্তা খেয়ে কীভাবে আরামের ঘুম দেন? যেখানে একজন কোটিপতি চিন্তায় হার্ট অ্যাটাক করে সেখানে ব্যাংকে কোনো টাকা না রেখেই কীভাবে আনন্দের হাসি হাসেন?

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

জিজ্ঞেস করুন, কেন তারা মাকে এত ভালোবাসে? কেন স্ত্রী পরকীয়ায় লিপ্ত হয় না? তাদের উত্তর শুনুন!

তাদের জীবনাচার নিয়ে গবেষণা করলে দেখবেন এই মানুষগুলো মসজিদের মেম্বারে হুযূর সাহেবের কাছে শুনেছিলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত'। এই মানুষগুলো হয়তোবা কুরআনের অনুবাদে পড়েছেন, মহান আল্লাহ বলেছেন, 'পিতা-মাতার মুখ দিয়ে যেন উহ্ উচ্চারণ না হয়'। এই মানুষগুলো হয়তো মিশকাতের অনুবাদে পড়েছেন, স্ত্রীকে রাসূল ﷺ কত ভালবাসতেন। তারা হয়তো কোনো জালসায় কোনো আলেমের মুখে শুনেছেন,

> "ভিক্ষা করে খাও যুবক! তবুও যৌতুক নিয়ো না; যৌতুক নেয়া হারাম।"

তারা হয়তো বুখারীর অনুবাদে পড়েছেন, রাসূল ﷺ কত মানবসেবী ছিলেন। কত শিশুদরদী ছিলেন। রাসূল ﷺ-এর কথা, জীবন চরিত, কুরআনের বাণী তাদের মধ্যে বিবেকবোধ জাগ্রত করেছে। ধর্মীয় এই শিক্ষাটাই তাদেরকে অনেক সুন্দর মানুষে পরিণত করেছে। ধর্মের এই বাণী তাদের হাতে তুলে দিয়েছে অমিয় শান্তি সুধার চাবি। তাইতো কোনো সমাজবিদই শান্তি-সম্প্রীতির জন্য ধর্মীয় মূল্যবোধের কথা অস্বীকার করেন না। করতে পারেন না।

আধুনিক শিক্ষা আপনার যতই উন্নত হোক না কেন, দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া গত্যন্তর নাই। তাই বলা চলে, আসল শিক্ষাই হচ্ছে ধর্মীয় মূল্যবোধের শিক্ষা। মানুষের শারীরিক চিকিৎসার জন্য যেমন জেনারেল শিক্ষিত ডাক্তার লাগে, তেমনি অপরাধপ্রবণ মানসিক বিকারগ্রস্ত মানুষগুলোকে সুস্থ করার জন্য ধর্মীয় ডাক্তার লাগে। আজও সমাজে যতটুকু শান্তি বিরাজ আছে তা মাদরাসা শিক্ষিত ধর্মীয় ডাক্তারগণের দাওয়াতের বদৌলতেই বিরাজ করছে। মসজিদের মেম্বারে পঠিত কুরআন ও হাদীছের কারণেই আছে। কোনো বিবেকবান এটা অস্বীকার করতে পারেন না। আর দেশে যতটুকু অশান্তি আছে তা ইসলামী জ্ঞানের চর্চার অভাবের কারণেই আছে।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

কে বোকা আর কে বুদ্ধিমান?

আপনার কোনো আত্মীয় ভালো মানের একটা চাকরি পেয়েছে। সূদী ব্যাংকের চাকরি। সে সূদী ব্যাংকে চাকরি করবে না বলে চাকরি ছেড়ে দিল। একটা ছেলে অত্যন্ত মেধাবী। মুখে তার দাড়ি। ভালো পোস্টে চাকরি হয়েছে কিন্তু শর্ত হচ্ছে দাড়ি কাটতে হবে। ছেলেটা চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে বেকার বসে আছে। আপনি নিশ্চয় তাকে তিরস্কার করে বলবেন, পাগল কোথাকার! এমন সুযোগ জীবনে বারবার আসে না। এখনই অত হুযূর হওয়ার কী দরকার? আমাদের দাড়ি নাই, তাই বলে কি আমরা মুসলমান না? হয়তোবা আধুনিকমনা কোনো ছেলে আড়ালে তাকে ক্ষেত বলে তিরস্কার করবে, আনসোস্যাল বলে ঠাট্টা করবে। সমাজে সে একটা হাসির পাত্রে পরিণত হয়ে যাবে। কিন্তু জানেন কি? আপনাদের নিকটে এই ছেলেটা হয়তো বোকা। দুনিয়া বুঝে না। বাস্তবে ছেলেটা কিন্তু অনেক বুদ্ধিমান এবং চালাক। এই দুনিয়ার বাস্তবতা সেই সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছে। সে জানে এই দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। আজকে যারা তাকে 'হাসান' নামে ডাকছে। তারাই তার মৃত্যুর পর ঘোষণা করবে হাসান দুনিয়া থেকে চলে গেছে। অথচ আশ্চর্য হচ্ছে হাসানের সেই হাত, সেই পা, সেই সুন্দর চেহারা, মাথার কালো চুলসহ পুরো সুঠাম দেহটা এখনো দুনিয়াতেই আছে। যেই শরীরকে এতদিন হাসান নামে ডাকা হত, তা এখনো হাসপাতালের বেডে আছে। তারপরও বলা হচ্ছে, হাসান চলে গেছে। হাসান দুনিয়াতে নাই।

তাহলে হাসানটা কে? কে সে যে এতদিন হাসানের এই অবয়বের মধ্যে ছিল তাই হাসান চলছিল, ফিরছিল, ঘুরছিল, কথা বলছিল।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

আজ সে চলে যাওয়াতে হাসানের নিথর দেহ পড়ে আছে আর মানুষ বলছে, হাসান দুনিয়া থেকে চলে গেছে। হ্যাঁ, এই এক জায়গাতেই দুনিয়ার সব বিজ্ঞান অচল। যাবতীয় টেকনোলজি অথর্ব্য। চিকিৎসা বিজ্ঞান যত উন্নতই হোক না কেন, এই এক জায়গায় তার সব শক্তি মুখ থুবড়ে পড়ে। এটাই রূহ। আত্মা। ঐ রূহকেই মূলত হাসান বলা হত। রূহটা শরীর নামক এক খাঁচায় সময়িক বন্দি ছিল। এই আত্মা যেখানে গেছে সেটাই পরকাল। সেটাই ওপার। সেখানেই বিচার হবে। হবেই হবে। শুধু তাই নয়; বিজ্ঞানও প্রমাণ করেছে এই পৃথিবী একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। সূর্যের জ্বালানি শক্তি একদিন শেষ হয়ে যাবে। সূর্য একদিন আলোহীন হয়ে পড়বে।

আপনাকে যদি এখনই ফোন করে বলা হয়, আপনার ছেলে এক্সিডেন্ট করে হাসপাতালে আছে। আপনি মোবাইল ফেলে দিয়ে দৌড়াবেন। নিজের সব অর্থ-সম্পত্তি দিয়ে হলেও নিজের ছেলের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করবেন। এই তো সেইদিন পত্রিকায় পড়লাম, চীনে একটা বিল্ডিং ধ্বসে প্রায় ৩০ জন মানুষের মৃত্যু হয়। ধ্বংসাবশেষ থেকে একটা মেয়েকে জীবিত উদ্ধার করা হয়। মেয়ের বাবা মেয়েকে বাঁচানোর জন্য নিজের কোলের মধ্যে নিয়ে নিজের শরীর দিয়ে ঢেকে রাখে। ইট-পাথর যা পড়ার তা সব পিতার পিঠে ও মাথার উপর পড়েছে। পিতা-মাতা দুজনই মাথায় ও পিঠে আঘাত নিয়ে সাথে সাথে মারা গেছেন। নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে নিজেদের সঁপে দিয়ে নিজেদের মেয়েকে বাঁচিয়ে গেলেন।

> “অথচ এই পিতা-মাতাই ভয়াবহ ক্বিয়ামতের মাঠে নিজের এই সন্তানকে দেখে পালিয়ে যাবে। যে সন্তানের জন্য সে দুনিয়াতে জীবন দিয়েছিল তাকে দেখে পালিয়ে যাবে। জি! ঠিকই পড়ছেন। সত্যি পালিয়ে যাবে।”

শুধু এই ভয়ে পালিয়ে যাবে যদি আজকের দিনে আমার মেয়ে আমার কাছে একটা নেকী চেয়ে বসে তাহলে আমার কী হবে! আমি তো নিজেই মহা বিপদে আছি! মহান আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ - وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ - وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ.

‘যেদিন মানুষ পালিয়ে যাবে নিজের ভাই থেকে, নিজের পিতা-মাতা থেকে এবং নিজের স্ত্রী-পুত্র থেকে’ (আবাসা, ৩৪-৩৬)।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

এই যে ক্ষেত ছেলেটা হারাম বলে চাকরি ছেড়ে দিয়ে বেকার বসে আছে, সে কি না খেয়ে মারা যাবে? চাকরিটা করলে হয়তো প্রতিদিন পোলাও, কোরমা, কাচ্চি-বিরিয়ানী খেত। কিন্তু এখন হয়তো ডাল-ভাত খাবে। এতটুকুই পার্থক্য।

যে ছেলেটা অবৈধভাবে মেয়েদের সাথে সম্পর্ক করে সে হয়তো অনেক মেয়ের সঙ্গ লাভ করেছে। আনসোস্যাল ছেলেটা আল্লাহ্‌র ভয়ে বৈবাহিক জীবনে নিজের স্ত্রীর সঙ্গ লাভ করবে। যে হারাম পন্থায় লাখ টাকা ইনকাম করেছে সে হয়তো এসি রুমে থাকবে। আর যে হালাল টাকায় উপার্জন করেছে সে টেবিল ফ্যানের বাতাস খাবে। ব্যাস! দুনিয়াতে পার্থক্য এতটুকুই। কিন্তু কঠিন ভয়াবহ ক্বিয়ামতের দিনে এই চাকরি ছেড়ে দেওয়া ছেলেটাই পাবে অনাবিল জান্নাতের সুখ। আর নিজেকে আল্টা মডার্ন ভাবা ছেলেটার জন্য থাকবে জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি। এবার বলুন, এদের মধ্যে কে বুদ্ধিমান? যে নিজের ইহকালও রক্ষা করল এবং ওপারের জন্য নিজের সুখ-শান্তি বুকিং দিয়ে রাখল সে না যে এপারের ক্ষণস্থায়ী জীবনকে জান্নাত বানানোর জন্য ওপারে জাহান্নাম ক্রয় করল? তাইতো মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.

'নিশ্চয় জ্ঞানীরাই মহান আল্লাহকে ভয় করে' (ফাতির, ২৮)।

এই আয়াতে মহান আল্লাহ 'ইন্নামা' শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা সীমাবদ্ধতার জন্য ব্যবহৃত হয়। তথা শুধুমাত্র জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে। এই আয়াত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে তারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী, যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে। যারা মহান আল্লাহকে ভয় না করে প্রকাশ্যে গুনাহে লিপ্ত তারা যত বড় শিক্ষিত ও ডিগ্রিধারী হোক না কেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হোক, কিংবা লন্ডন থেকে 'ল' পড়ে আসা প্রধান বিচারপতি হোক, সবাই প্রকৃত অর্থে গণ্ডমূর্খ-অজ্ঞ। এই জন্যই শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ চ্যালেঞ্জ করে বলে থাকেন, 'যে প্রিন্সিপ্যালের সামনে তার ছাত্রী নাচে সেই প্রিন্সিপ্যালকে আমি যদি অশিক্ষিত প্রমাণ করতে না পারি তাহলে জাতির সামনে বক্তব্য দিব না'! তাদের মূর্খতার প্রমাণ সবাই মৃত্যুর পর টের পাবে।

যঈফ সূত্রে হাদীছে এসেছে,

الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا ثُمَّ تَمَنَّى عَلَى اللهِ.

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

রিযিক্ব

'বুদ্ধিমান সেই যে নিজের আত্মসমালোচনা করে এবং মৃত্যুর পরের জন্য আমল করে। অক্ষম (বোকা) সেই যে নিজের... চরিতার্থ করে আর আল্লাহ্‌র কাছের কল্যাণের আশা করে' *(তিরমিযী, হা/২৪৫৯)*।

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.

'প্রত্যেক আত্মা একদিন মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে। অবশ্যই প্রত্যেককেই তাদের প্রতিদান ক্বিয়ামতের দিন দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বেঁচে গেল এবং জান্নাতে প্রবেশ করল সে সফলকাম হলো। আর দুনিয়ার জীবন তো ধোঁকা দানকারী খেল-তামাশা বৈ কিছুই না' (আলে ইমরান, ১৮৫)।

সুধী পাঠক! সুতরাং প্রকৃত বুদ্ধিমান হৌন! প্রকৃত সফলতা অর্জন করুন! এসএসসি, এইচএসসি, অনার্স, মাস্টার্স, এমবিএ, বিবিএ এগুলোতে সফল হওয়ার জন্য কত চেষ্টা। অথচ ৩০ বছর পার হয়ে যায় এই সফলতাগুলো অর্জন করতে। মানুষ বাঁচে কয় বছর? ৫০ থেকে ৬০। মাত্র ২০-৩০ বছরের জীবন আরামের সাথে পার করার জন্য কতই না পরিশ্রম। আর অনন্ত জীবনের জন্য কোনো পরিশ্রম নাই। হায়রে বোকা মানুষ! সমাজের মানুষ আপনাকে যতই ক্ষেত, বোকা, ব্যাকডেটেড মনে করুক, আপনি প্রকৃত বুদ্ধিমানের পরিচয় দিন। একালে শান্তি আর পরকালে মুক্তির চিন্তা করুন!

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

আসল জীবন কোনটা?

অনেকেই মনে করে আমি ১০০ বছর বাঁচলাম এটা আমার জীবন। কিন্তু ইবনুল ক্বাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعِيشُ فِي هَذِهِ الدَّارِ مِائَةَ سَنَةٍ أَوْ نَحْوَهَا، وَيَكُونُ عُمُرُهُ لَا يَبْلُغُ عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ نَحْوَهَا، كَمَا أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَمْلِكُ الْقَنَاطِيرَ الْمُقَنْطَرَةَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَيَكُونُ مَالُهُ فِي الْحَقِيقَةِ لَا يَبْلُغُ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ نَحْوَهَا، وَهَكَذَا الْجَاهُ وَالْعِلْمُ.

'মানুষের মধ্যে এমন অনেক মানুষ রয়েছে, যারা এই পৃথিবীতে ১০০ বছর বসবাস করেছে অথচ তাদের বয়স মাত্র ২০ বছর। এমনও অনেক মানুষ রয়েছে, যারা লাখো-কোটি সম্পদের মালিক হয়েছে অথচ বাস্তবে তাদের সম্পদ হাজার টাকাও পার হবে না। একই অবস্থা জ্ঞান ও খ্যাতির ক্ষেত্রেও'।

ইবনুল ক্বাইয়িমের এই কথা পড়ে কি আশ্চর্য হচ্ছেন? আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নাই। এর ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন। তিনি বলেন,

أَنَّ عُمْرَ الْعَبْدِ هُوَ مُدَّةُ حَيَاتِهِ، وَلَا حَيَاةَ لِمَنْ أَعْرَضَ عَنِ اللهِ وَاشْتَغَلَ بِغَيْرِهِ، بَلْ حَيَاةُ الْبَهَائِمِ خَيْرٌ مِنْ حَيَاتِهِ، فَإِنَّ حَيَاةَ الْإِنْسَانِ بِحَيَاةِ قَلْبِهِ وَرُوحِهِ، وَلَا حَيَاةَ لِقَلْبِهِ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ فَاطِرِهِ، وَمَحَبَّتِهِ، وَعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ، وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ، وَالطُّمَأْنِينَةِ بِذِكْرِهِ، وَالْأُنْسِ بِقُرْبِهِ، وَمَنْ فَقَدَ هَذِهِ الْحَيَاةَ فَقَدَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلَوْ تَعَرَّضَ عَنْهَا بِمَا تَعَوَّضَ مِمَّا فِي الدُّنْيَا، بَلْ لَيْسَتِ الدُّنْيَا بِأَجْمَعِهَا عِوَضًا عَنْ هَذِهِ الْحَيَاةِ، فَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَفُوتُ الْعَبْدَ عِوَضٌ، وَإِذَا فَاتَهُ اللهِ لَمْ

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

يُعَوِّضُ عَنْهُ شَيْءٌ الْبَتَّةَ.... فَلَيْسَ لَهُ مِنْ عُمْرِهِ وَمَالِهِ وَقُوَّتِهِ وَجَاهِهِ وَعِلْمِهِ وَعَمَلِهِ إِلَّا مَا أَطَاعَ اللهَ بِهِ. وَفِي التِّرْمِذِيِّ عَنْهُ ﷺ « الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا ذِكْرُ اللهِ وَمَا وَالَاهُ، أَوْ عَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ » وَفِي أَثَرٍ آخَرَ: « الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا مَا كَانَ لِلَّهِ» فَهَذَا هُوَ الَّذِي فِيهِ الْبَرَكَةُ خَاصَّةً، وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ ».

'নিশ্চয় মানুষের বয়সই তার জীবনের সময়সীমা। আর তার কোনো জীবনই নাই যে মহান আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বরং পশু-প্রাণীর জীবন তার জীবনের থেকে উত্তম। কেননা আত্মা ও অন্তরের জীবিত থাকা ছাড়া মানুষের প্রকৃত অর্থে কোনো জীবনই নাই। সৃষ্টিকর্তার সাথে পরিচিত হওয়া, সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভালোবাসা, তার ইবাদত করা, তার স্মরণে আত্মাকে প্রশান্তি দেওয়া, তার নিকটবর্তী হওয়া ইত্যাদি ছাড়া মানুষের আত্মা ও অন্তর জীবিত থাকতে পারে না। যে এই জীবন থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। কেউ যদি মহান আল্লাহ থেকে দুনিয়ার কোনো কিছুর বিনিময়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আমরা বলব, সমগ্র দুনিয়াও আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের বিনিময় হতে পারে না। প্রত্যেক যা কিছু আপনার জীবন থেকে ছুটে যায় আপনি তার বিকল্প খুঁজে পেতে পারেন, কিন্তু যখন মহান আল্লাহকে হারিয়ে ফেলেন তখন কোনো কিছুই তাঁর বদল বা বিকল্প হতে পারে না। তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না।.... সুতরাং প্রকৃত অর্থে মানুষের জীবন অতটুকুই, যতটুকুতে সে মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে। এই জন্যই রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয় দুনিয়া ও তার মাঝে যা কিছু আছে সবকিছুই অভিশপ্ত, শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র স্মরণ এবং যা আল্লাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত অথবা আল্লাহ বিষয়ে জ্ঞানী বা জ্ঞান অন্বেষণকারী ব্যতীত।

অন্য এক আছারে বর্ণিত হয়েছে, 'নিশ্চয় দুনিয়া এবং তার মাঝে যা কিছু আছে সবই অভিশপ্ত, শুধুমাত্র যা মহান আল্লাহ্‌র জন্য তা ব্যতীত' *(আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃ. ৮৫)*।

সুতরাং ইবনুল ক্বাইয়িমের উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, মানুষ ১০০ বছর পাওয়ার পরও সে যতটুকু সময় আল্লাহ্‌র সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছে ততটুকুই তার প্রকৃত জীবন। সেটা যদি ২০ বছর হয় তাহলে তার প্রকৃত জীবন ২০ বছর। ঠিক তেমন মানুষ যত টাকার মালিক হয়েছে তার মধ্যে যতটুকু সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করেছে প্রকৃত অর্থে সে ততটুকুরই মালিক। কোটি টাকার মালিক হওয়ার পর যদি সে হাজার টাকা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে থাকে তাহলে মূলত সে হাজার টাকার মালিক।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

এপার বনাম ওপার

এই বিশাল আসমান-যমীন এবং তার মাঝে যা কিছু আছে তার সবকিছুই দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের খিদমতে নিয়োজিত। সূর্য উদিত হয় মানুষকে আলো দেওয়ার জন্য। দিগন্তে অস্ত যায় মানুষকে একটু প্রশান্তির ঘুম দেওয়ার জন্য। সূর্যের আলোতে যেমন মানুষ বাঁচে, তেমনি সেই আলো থেকে শক্তি গ্রহণ করে গাছপালা বড় হয়। সূর্যের শক্তিতে বড় হওয়া সে গাছপালা ফল, শস্য, সবজি আবার মানুষ খায়। সূর্য না থাকলে গাছপালা মরে যেত, মানুষও খাবার পেত না। আকাশ বৃষ্টি ঝরায় ফসল উৎপাদন হবে, মানুষ খাবে তাই। আবার গাছপালাই মানুষের ছাড়া কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে মানুষের জীবন দানকারী অক্সিজেন ছাড়ছে। বিষটা পান করে নিচ্ছে আর জীবন সঞ্চারীকে বের করে দিচ্ছে। কী অলৌকিক পদ্ধতি! গবাদী পশু মানুষের বাহন, মানুষের খাদ্য। মাটির নিচের পানি মানুষের জীবন। বন-জঙ্গল গাছপালা ফল হয়ে মানুষের পেটের ভোজন, ফুল হয়ে সৌন্দর্য ও ভালোবাসার প্রতীক, কাঠ হয়ে জ্বালানি, একটু পরিশোধিত হয়ে মানুষের ঘরের শোভন। এভাবে দুনিয়াতে যা কিছু আছে সবকিছুই মানুষের খিদমতে নিয়োজিত। এই সুনিয়ন্ত্রিত, সুসজ্জিত ধরিত্রীর কোনো অর্থ থাকে না যদি না ওপার থাকে। যে যালেম সে যুলুম করেই যাচ্ছে, আমি অসহায় তার বিচার কোথায় পাব? সমগ্র দুনিয়াতে প্রতিনিয়ত বোমা হামলায় নিহত নিরীহ নিরপরাধ মানুষগুলো বিচার কোথায় পাবে? যারা মানুষকে বাঁচানোর জন্য জীবন দিচ্ছে তারা এর প্রতিদান কোথায় পাবে? নাগাসাকি-হিরোশিমায় নিহত লক্ষ লক্ষ মানুষ যদি তাদের বিচার না পায় তাহলে এই পৃথিবী ব্যর্থ।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

রিযিক্ব

ভাড়া বেশি চাওয়ায় দলীয় দাপটে রিকশাওয়ালাকে থাপ্পড় মারা সেই দলীয় চামচার যদি বিচার না হয় তাহলে এই রিকশাওয়ালার নীরবে ঝরা অশ্রুর কোনো দাম নাই। নিরীহ খাদীজাকে চাপাতি দিয়ে কোপানো বদরুলদের বিচার যদি না হয় তাহলে এই রকম হাজারো বোনের আর্তচিৎকার অর্থহীন। কসাই আমেরিকা ও ইসরাঈলের যদি বিচার না হয় তাহলে ফিলিস্তীন, ইরাক ও আফগানের হাজারো মায়ের গগনবিদারী আর্তনাদ কোথায় কি আশ্রয় পাবে?

কিন্তু ইরাক-আফগানের মা ও বোনের আহাজারী, নির্যাতিতের আর্তনাদ ও অশ্রু বৃথা যেতে পারে না। তাইতো এপারেই সব শেষ নয়; ওপার আছে। নিশ্চিত আছে। মানবতার জন্যই থাকতে হবে। এই দুনিয়া তো অভিনয় করার জায়গা। সবাই অভিনেতা। নিজ নিজ অভিনয়ের ফল সবাই পাবে। দুনিয়া সফরের মাঝে একটা স্টেশন মাত্র। যেখানে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। পরীক্ষার কোনো সময়সীমা নাই। হঠাৎ মালাকুল মাউত আসবে। এটাই এই পরীক্ষার হলের সবচেয়ে বড় সত্য ও সবচেয়ে রহস্যপূর্ণ অধ্যায়। সফর শুরু রূহের জগত থেকে। মায়ের পেট, দুনিয়া, কবর ও ক্বিয়ামাত হয়ে চিরস্থায়ী ঠিকানা জান্নাত ও জাহান্নাম। দুনিয়া ও পরকালের মাঝে সবচেয়ে বড় পার্থক্য হচ্ছে, দুনিয়াতে কেউ বাঁচতে চাইলেও বাঁচতে পারবে না। আর পরকালে কেউ মরতে চাইলেও মরবে না। কী বিচিত্র!

তাইতো মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

.....

'আর দুনিয়া খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। যারা ভয় করে তাদের জন্য পরকালই উত্তম। তারা কি বুঝে না' (আন'আম, ৩২)।

.....

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ

.....

'যারা তাদের দ্বীনকে খেল-তামাশা বানিয়েছে এবং দুনিয়ার (রং-তামাশাময়) জীবন যাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে। সেইদিন তাদেরকে আমি ভুলে যাব যেমন তারা (দুনিয়াতে) আজকের দিনের সাক্ষাতকে ভুলে ছিল। আর তারাই আমার আয়াত অস্বীকার করেছে' (আ'রাফ, ৫১)।

.....

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

রিযিক্ব

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হলো? যখন তোমাদের বলা হলো, আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হও, তখন তোমরা দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরেছ। তোমরা কি আখিরাতের চেয়ে দুনিয়ার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট? পরকালের তুলনায় দুনিয়ার আনন্দসামগ্রী তুচ্ছ বৈ কিছুই নয়' (তওবা, ৩৮)।

وَ مَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ

'তোমাদের যা দেওয়া হয়েছে তা দুনিয়ার সৌন্দর্য ও ভোগ্য আর মহান আল্লাহ্‌র নিকট যা রয়েছে তা এর চেয়ে উত্তম ও চিরস্থায়ী। তোমরা কি বুঝ না (তোমাদের কি জ্ঞান-বুদ্ধি নাই?)' (ক্বাছাছ, ৬০)।

এই আয়াতে দুনিয়ার সাথে পরকালের দু'টি তুলনা দেওয়া হয়েছে। দুনিয়ার লক্ষ টাকা দিয়ে ক্রয় করা গাড়ি ও কোটি টাকায় কেনা প্লট ক্ষণস্থায়ী। একদিন আপনাকে এই এয়ারকান্ডিশনড ফ্লাট থেকে মাত্র তিন কাপড়ের কাফনে জড়ানো খালি হাতে বের করা হবে। অন্যটি হচ্ছে দুনিয়াতে যা আছে আখিরাতে তার চেয়ে উত্তম আছে, তার চেয়ে উন্নত আছে, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আছে। যেমন রাসূল ﷺ বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ « قَالَ اللهُ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ».

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আমি আমার সৎ বান্দাদের জন্য এমন কিছু প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোনো চোখ দেখেনি, যা কোনো কান শুনেনি এবং মানুষের অন্তর তা কোনোদিন কল্পনা করেনি' *(ছহীহ বুখারী, হা/৭০৫৯)*।

এই আয়াত এবং হাদীছটি মাথায় রেখে সব সময় আমাদের চিন্তাটা এমন হওয়া উচিত। আমি যদি কুঁড়ে ঘরে থেকে কল্পনা করি আমার যদি একটা ফ্লাট বাড়ি থাকত তাহলে আমি মনে করব জান্নাতে আমার জন্য এমন বাড়ি আছে, যা আমার কল্পনার চেয়েও উন্নত, সুন্দর ও স্থায়ী।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

রিযিক্ব

আমি যখন মার্সিডিজ গাড়িতে বসি আমি বলি, আল্লাহ্‌র কাছে আমার জন্য আরও ভালো বাহন আছে, যা আছে তা এর চেয়ে ভালো এবং এর চেয়ে বেশি স্থায়ী। আমি যখন খাবার খাই তখন মনে হবে আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা এর চেয়ে উত্তম এবং চিরস্থায়ী। প্রত্যেকটি জিনিস যা আমি উপভোগ করি, দুইটি তুলনা, 'ওয়ামা ইন্দাল্লাহি খায়রুন ওয়া-আবক্বা' অল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা এর চেয়ে উত্তম এবং এর চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী।

এই আয়াতে মহান আল্লাহ বলতে চেয়েছন, তোমরা কীভাবে পরবর্তী জীবনের বদলে এই জীবন নিয়ে পরিতুষ্ট থাকতে পারো, যখন তোমরা জানো আমি তোমাদেরকে এই পৃথিবীতে যা দিয়েছি আখিরাতের তুলনায় তা খুবই সামান্য!

তোমরা আরও ভালো কিছুর জন্য প্রত্যাশা করো! মানুষের স্বভাবতই আরও ভালো কিছু লক্ষ্য হওয়ার কথা। মানুষের উৎসাহী হওয়ার কথা। তাদের অনেক মহান কিছু অর্জন করার কথা। আল্লাহ বলছেন যাও, বড় কিছু অর্জন করো! বেহেশত অর্জন করো! যখন আপনি এই রকম একটা মানসিকতা তৈরি করবেন, আমি বলছি, পার্থিব জিনিসগুলো ঠিকঠাক ঘটতে থাকবে। আপনাকে এই পার্থিব জীবনের দিকে ছুটতে হবে না; এই পার্থিব জীবন আপনার দিকে ছুটে আসবে। আপনাকে ঐসব চাইতে হবে না; ঐসব আপনাকে চাইবে। কারণ আপনি আল্লাহ্‌কে চাইছেন, আপনি আখিরাতের পথে চলছেন। এটাই বাস্তব সত্য।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষদের অবস্থা

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيرَةَ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : « لَقَدْ رَأَيْتُ سَبعِينَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، مَا مِنهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ: إِمَّا إِزارٌ، وَإِمَّا كِسَاءٌ، قَدْ رَبَطُوا فِي أَعنَاقِهِمْ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ ».

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ৭০ জন (আহলে সুফ্ফাকে) এই অবস্থায় দেখেছি, তাদের কারও কাছে (গা ঢাকার জন্য) চাদর ছিল না, কারও কাছে লুঙ্গী ছিল এবং কারও কাছে চাদর, (এক সঙ্গে দুটি বস্ত্রই কারও কাছে ছিল না) তারা তা গর্দানে বেঁধে নিতেন। অতঃপর সেই বস্ত্র কারও পায়ের অর্ধগোছা পর্যন্ত হত এবং কারও পায়ের গিরা পর্যন্ত। সুতরাং তাঁরা তা হাত দিয়ে জমা করে ধরে রাখতেন, যেন লজ্জাস্থান দেখা না যায়!' *(ছহীহ বুখারী, হা/৪৪২)*।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ».

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবার কোনো সময়ই পরপর দুই দিন পরিতৃপ্তির সাথে যবের রুটি খেতে পায়নি, এমনকি এভাবেই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন' *(ইবনু মাজাহ, হা/৩৩৪৬)*।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ وَاللهِ يَا ابْنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثُمَّ

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

الْهِلاَلِ ثَلاَثَةَ أَهِلَّةٍ فِى شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَ فِى أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَارٌ - قَالَ - قُلْتُ يَا خَالَةُ فَمَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ قَالَتِ الأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ .

উরওয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলতেন, আল্লাহ্‌র কসম! হে আমার বোনের ছেলে, এমনও হয়েছে যে দুই মাসে রাসূলের বাড়িতে কোনো দিন চুলা জ্বলেনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে খালা! তাহলে আপনারা কীভাবে জীবন কাটাতেন? আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন পানি ও খেজুর দিয়ে' *(ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৭২)*।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ « مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ ». قَالاَ الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ « وَأَنَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لأَخْرَجَنِى الَّذِى أَخْرَجَكُمَا قُومُوا ». فَقَامُوا مَعَهُ فَأَتَى رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِى بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ مَرْحَبًا وَأَهْلاً. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ « أَيْنَ فُلاَنٌ ». قَالَتْ ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ. إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِىُّ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّى - قَالَ - فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ فَقَالَ كُلُوا مِنْ هَذِهِ. وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ « إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ ». فَذَبَحَ لَهُمْ فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ « وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ ».

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ি থেকে বের হলেন, রাস্তায় তাঁর সাথে আবুবকর ও ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর সাথে সাক্ষাত হলো। আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জিজ্ঞেস করলেন, কিসে তোমাদেরকে বাড়ি থেকে বের করল? তারা জবাবে বললেন, ক্ষুধার তাড়না, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। জবাবে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। তোমাদেরকে যে ক্ষুধার তাড়না ঘর থেকে বাইরে নিয়ে এসেছে আমাকেও সেই ক্ষুধা ঘর থেকে বের করেছে। চলো! তারা আল্লাহ্‌র রাসূলের সাথে চলতে শুরু করলেন এবং একজন আনছারী ছাহাবীর বাড়িতে আসলেন। ছাহাবীর বাড়িতে ছাহাবী ছিলেন না। বাড়ির মহিলা তাদেরকে স্বাগতম জানালেন। আল্লাহ্‌র রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, বাড়িওয়ালা কোথায়?

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

মহিলা বললেন, আমাদের জন্য পানি আনতে গেছেন। ইতোমধ্যেই আনছারী ছাহাবী চলে আসেন। তিনি রাসূল ﷺ ও তাঁর ছাহাবীকে দেখে বলেন, আল-হামদুলিল্লাহ! আজ আমার বাড়ির মেহমানদের চেয়ে সম্মানিত মেহমান কারও নাই। তারপর তিনি বের হয়ে গেলেন এবং খেজুরের একটা ছড়া নিয়ে আসলেন তাতে পাকা-কাঁচা সব রকমের খেজুর ছিল। তিনি তাদেরকে বললেন, আপনারা খান! এই বলে ছুরি হাতে নিলেন।

আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বললেন, 'দুধ দানকারী ছাগল জবাই করো না। অতঃপর ছাহাবী একটি ছাগল জবাই করলেন। আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ, আবুবকর ও ওমর رضي الله عنهما সেই গোশত থেকে খেলেন। তারপর যখন পরিতৃপ্ত হয়ে গেলেন, তখন আল্লাহ্‌র রাসূল তাঁর দুই ছাহাবীকে লক্ষ্য করে বললেন, 'নিশ্চয় ক্বিয়ামতের দিন এই নে'মত সর্ম্পকে জিজ্ঞেস করা হবে। তোমরা ঘর থেকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয়েছিলে, এখন আল্লাহ্‌র নে'মত ভোগ করে বাড়ি ফিরছো' *(ছহীহ মুসলিম, হা/৫৪৩৪)*।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ مَغْشِيًّا عَلَيَّ، فَيَجِيءُ الْجَائِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي، وَيُرَى أَنِّي مَجْنُونٌ، وَمَا بِي مِنْ جُنُونٍ، مَا بِي إِلاَّ الْجُوعُ

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি অজ্ঞান হয়ে রাসূল ﷺ-এর মিম্বার ও আয়েশা رضي الله عنها-এর ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় পড়ে ছিলাম। অতঃপর একজন ব্যক্তি আসল। সে তার পা আমার কাঁধে রাখল। সে মনে করেছে আমি পাগল। অথচ আমি পাগল নয় বরং আমি ক্ষুধার কারণে এভাবে ছিলাম *(ছহীহ বুখারী, হা/৭৩২৪; তিরমিযী, হা/২৩৬৭)*।

এই হলো দুনিয়ার সর্বকালের সেরা মানুষগণের অবস্থা। তাদের জীবন থেকে কিঞ্চিত পরিমাণ মাত্র নমুনা হিসাবে উপস্থাপন করেছি।

> "সত্যি বলতে কী, আল্লাহ্‌র নিকট যেমন দুনিয়ার বিন্দুমাত্র মূল্য নাই, তেমনি তাঁর প্রকৃত বান্দাদের নিকটেও দুনিয়ার বিন্দুমাত্র মূল্য নাই। তাদের জীবনের স্বপ্ন ও আশা কোনো সময়ই দুনিয়াভিত্তিক গড়ে উঠেনি। তাদের লক্ষ্য সব সময় পরকাল।"

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

রিযিক্ব

পরকালকে ভিত্তি করে তাদের জীবন পরিচালিত হয়েছে। হতভাগা তো আমরা। আমাদের কাছে বস্তুই সবকিছু। ধন-দৌলত, জমি-জায়গাই সবকিছু। জান্নাত তো আমাদের নানীর বাড়ি। আমাদের লক্ষ্য করেই মহান আল্লাহ বলছেন,

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ

'তোমরা কি মনে করো যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ তোমাদের উপর দিয়ে তা বর্তিত হয়নি, যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর বর্তিত হয়েছে। তাদেরকে স্পর্শ করেছিল দুঃখ-দুর্দশা ও সীমাহীন কষ্ট। (বিপদের ঝঞ্ঝায়) তারা টলে উঠেছিল। এমনকি রাসূল ধ ও তাঁর সাথে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল তারা বলে, কখন আল্লাহ্‌র সাহায্য আসবে? জেনে রাখো! নিশ্চয় মহান আল্লাহ্‌র সাহায্য অনেক নিকটবর্তী' (বাক্বারাহ, ২১৪)।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ভয় ও বস্তুবাদী দুনিয়া

বস্তু হচ্ছে যা দেখা যায়। যেমন টাকা-পয়সা, বাড়ি-ঘর, জমি-জায়গা, দালান-কোঠা ইত্যাদি। অপরপক্ষে ভালো চরিত্র, জ্ঞান, তাক্বওয়া ইত্যাদি বাহ্যিকভাবে দেখা যায় না। বর্তমান দুনিয়ার মানুষ বস্তুবাদী। বস্তুবাদী মানে শুধু বস্তুর পাগল। সারাদিন বস্তুর পিছনে ছুটে। এই জন্যই তো বলে, খাও দাও ফূর্তি করো! দুনিয়াটা মস্ত বড়! এই খাওয়া-দাওয়া, ফূর্তি করা, টাকা-পয়সার বাইরেও যে মানসিক প্রশান্তি বলে কিছু আছে তা তারা অগ্রাহ্য করে। পরকাল বলে কিছু আছে তা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে চায়। মৃত্যুর মতো বাস্তব সত্যকে ভুলে থাকতে চায়। এই ভুলে থাকার জন্যই সে গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থেকে মোবাইল চালায়। গান-সিনেমার নীল জগতে বুঁদ হয়ে থাকে। ফজরে সে ছালাত আদায় করে না; ঘুমিয়ে থাকে ৯/১০টা পর্যন্ত। ঘুম থেকে উঠেই অফিস বা স্কুল থাকলে তাড়াহুড়ো করে সেদিকে দৌড়ায়। কিছু সময় অবসর পেলেই ফিরে যায় সেই নীল জগতে। অথবা ডুবে থাকে কোনো হারাম রিলেশনশিপের রোমাঞ্চে। অথবা নেশা ও জুয়ার আড্ডায়। এইভাবে ঘুম থেকে উঠা থেকে পুনরায় ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত একটা সেকেন্ড সময় সে তার অন্তরকে চিন্তা করার জন্য দিতে চায় না। তার অন্তরের উপর নিদারুণ এই অত্যাচার চলতেই থাকে। মহান আল্লাহ্‌র সাথে থাকে না কোনো সম্পর্ক। সৃষ্টিকর্তার বিরহ-বেদনা অন্তরকে বিষাক্ত করে তোলে।

এই জন্যই তো মহান আল্লাহ বলেন,

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের আত্মার উপর অত্যাচার করেছি। আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের উপর আপনার দয়া প্রদর্শন না করেন তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব' (আ'রাফ, ২৩)।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা গুনাহকে গুনাহ না বলে; অন্তরের উপর বা নিজের উপর অত্যাচার বলে অভিহিত করেছেন।

এই অত্যাচারটাই হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌র সাথে আত্মার বিরহের কষ্ট। পিতা-মাতা হারানো সন্তান যা না কষ্ট পায় এবং সন্তানহারা মা-বাবা যা না কষ্ট পায়, মহান আল্লাহ থেকে দূরে চলে যাওয়া বান্দার আত্মা তার চেয়ে বেশি কষ্ট পায়।

> "মরুভূমিতে উট হারিয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমান ব্যক্তি উট ফিরে পেয়ে যা না আনন্দিত হয়, মহান আল্লাহ থেকে দূরে চলে যাওয়া বান্দা যখন তার নিকটে ফিরে আসে তখন তিনি তার চেয়ে বেশি আনন্দিত হয়ে থাকেন!"

আত্মার এই অনুভূতিগুলো ভুলিয়ে রাখার জন্যই আমরা তাকে আনন্দ-উল্লাসে মত্ত রাখি। এই জন্যই রাসূল ﷺ তাঁর উম্মতের জন্য দুনিয়াবী এই প্রাচুর্য ও আনন্দ-উল্লাসের ভয় পেতেন।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ « إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِى مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا ».

আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه বলেন, রাসূল ﷺ মিম্বারে বসলেন এবং আমরা তাঁর আশেপাশে বসলাম। অতঃপর তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের উপর যার আশঙ্কা করছি তা হলো এই যে, তোমাদের উপর দুনিয়ার শোভা ও সৌন্দর্য (এর দরজা) খুলে দেওয়া হবে' *(ছহীহ বুখারী, হা/১৪৬৫, ৯২২, ২৮৪২, ৬৪২৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৫২; নাসাঈ, হা/২৫৮১; ইবনে মাজাহ, হা/৩৯৯৫; আহমাদ, হা/১০৫৫১, ১০৭৭৩, ১১৪৫৫)*।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

রিযিক্ব

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «فَوَاللهِ لَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ».

আমর ইবনে 'আওফ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'মহান আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তোমাদের উপর দরিদ্রতার আশঙ্কা করি না বরং আমি তো আশঙ্কা করি দুনিয়া তোমাদের সামনে উন্মুক্ত করা হবে,

যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের সামনে উন্মুক্ত করা হয়েছিল। তোমরা দুনিয়া নিয়ে প্রতিযোগিতা করবে যেমন তারা করেছিল। তোমরাও ধ্বংস হয়ে যাবে যেমন তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল' *(ছহীহ বুখারী, হা/৩১৫৮; ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৬১; মিশকাত, হা/৫১৬৩)*।

ব্যাখ্যা : হালাল পন্থায় দুনিয়া উপার্জন করা অবৈধ কিছু নয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে দুনিয়াকে এতটা মূল্যায়ন করা যে, দুনিয়ার জন্য দ্বীন বিক্রি করা। দুনিয়ার নেশায় এতটা মগ্ন হওয়া যে, হালাল-হারামের বাছ-বিচার না করা। দুনিয়ার প্রতিযোগিতায় এতটাই নেশাযুক্ত হওয়া যে, দুনিয়ার জন্য নিজের ভাইকে হত্যা করতেও হাত কাঁপে না। আজ আমরা উল্লেখিত হাদীছের স্পষ্ট রূপ দেখতে পাচ্ছি। পুরো মুসলিম বিশ্বে এ রকম মুসলমান খুঁজে পাওয়া মুশকিল যে, খাবারের অভাবে মারা গেছে কিন্তু হাজারো মুসলমান এমন পাওয়া যাবে যারা তাদের মুসলিম ভাইয়ের হাতে নিহত হয়েছে শুধু দুনিয়াবী স্বার্থ উদ্ধারের বলি হিসাবে। চাই সে স্বার্থ ক্ষমতা হোক চাই অর্থ। আজ এই দুনিয়াপূজার কারণেই মুসলমানদের এই দুর্দশা।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

রিযিক্ব কী? ও তার প্রয়োজনীয়তা

শুধু খাদ্য বা জীবিকার নাম রিযিক্ব নয়। সম্মান-মর্যাদা, ভালোবাসা, ইল্‌ম, ধন-সম্পদ সবই রিযিক্বের অন্তর্ভুক্ত। তবে মুখ্য হচ্ছে খাবার। অনেকেই মনে করেন ইসলাম মানেই দরিদ্রতা। ইসলাম মানেই ঘর-সংসারবিমুখ, দুনিয়াবিমুখ বৈরাগী জীবনযাপন। মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে আমাদের দু'আ শিখিয়েছেন,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণ : *আল্লাহুম্মা আতিনা ফিদ দুনইয়া হাসানাহ, ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ, ওয়া ক্বিনা আযাবান নার।*

'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচান!' (বাক্বারাহ, ২০১)।

রাসূল ﷺ বলেন,

«لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

'দুই ব্যক্তির ক্ষেত্রে হিংসা করা যায়। যাকে মহান আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

এবং সে তা আল্লাহ্‌র আনুগত্যের জন্য খরচ করে। আরেকজন যাকে মহান আল্লাহ জ্ঞান-প্রজ্ঞা দিয়েছেন সে তা দ্বারা ফায়ছালা করে এবং মানুষকে তা শিখায়' *(ছহীহ বুখারী, হা/৭৩)*। স্বয়ং মহান আল্লাহ মানুষকে রূযী অনুসন্ধানের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন' *(মুল্‌ক, ১৫; জুমু'আহ, ১০)*।

অনেক ছাহাবী ধনী ছিলেন। যেমন ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু -এর উপাধীই ছিল গনী তথা ধনী। তিনি তাবুকের যুদ্ধে যত খরচ করেছিলেন বর্তমান কোনো দেশের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষেও তা সম্ভব নয়। আব্দুর রহমান ইবনে 'আওফ রাযিয়াল্লাহু আনহু ধনী ছাহাবী ছিলেন। স্বয়ং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর স্ত্রী খাদীজা রাযিয়াল্লাহু আনহা ধনী ছিলেন। ধনী হওয়া ইসলামের বিরোধী নয়।

> "অর্থের প্রয়োজনীয়তাকে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কখনোই অস্বীকার করেননি। তিনি মৃত্যুন্মুখ ব্যক্তির জন্য এক-তৃতীয়াংশের বেশি অছিয়ত করা শুধু এই জন্য নিষেধ করেছেন যেন তার উত্তরসূরীরা অর্থাভাবে না পড়ে।"

শুধু তাই নয় হালাল পন্থায় অর্থ উপার্জন করা নেকীর কাজ। সেই অর্থ নিজের স্ত্রী-পুত্রদের জন্য খরচ করা নেকীর কাজ। এমনকি মানুষ তার স্ত্রীর মুখে যে খাবারের লোক্বমা তুলে দেয় সেটাও তার জন্য ছাদাক্বাহ। শুধু সঠিক নিয়্যত থাকা চাই।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

রিযিক্ব কি আপনার হাতে?

আপনার কোনো বন্ধু আপনাকে কোনো গিফট দিল অথবা হঠাৎ আপনার আত্মীয় আপনাকে দাওয়াত দিল। এই যে কোনো চেষ্টা ছাড়াই আপনি একটা জিনিস গিফট হিসাবে পেলেন। দাওয়াতের কারণে আপনার আজকের সন্ধ্যার খাবারটা আপনি কোনো প্রকার চেষ্টা ছাড়া পেলেন। হোটেলে ঢুকেছেন হঠাৎ আপনার পুরাতন বন্ধুর সাথে দেখা হলো। সে আপনাকে খাবার বিল কোনোমতেই দিতে দিল না। আপনার হাজার টাকা বেঁচে গেল কোনো চেষ্টা ছাড়াই। আপনি খরচ করতে চাচ্ছেন তাও পারছেন না। আশ্চর্য না?

দুনিয়াতে কত গরীব মানুষ আছে যাদের টাকা নাই। দিন আনে দিন খায়। মাসে এক দিন গোশত কিনে খায়। নাহলে বছরে এক দিন খায়। কুরবানীর দিন খায়। আর কত লাখপতি কোটিপতি আছে যারা টাকার উপর ঘুমায় অথচ দিনে কেন, মাসে কেন, বছরেও এক দিন গোশত খেতে পারে না। হয়তো মরা পর্যন্ত পারবেও না। ডাক্তার নিষেধ করে দিয়েছে। প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের সমস্যা থেকে হাজারো রোগে আক্রান্ত। খাওয়াই নিষিদ্ধ।

এই পৃথিবী যেদিন সৃষ্টি হয়েছে সেদিন থেকে গত হাজার লাখ বছরে এই বিশাল পৃথিবীর কোটি কোটি পাখি প্রতিদিন সকালে তাদের বাসা থেকে খালি পেটে বের হয়েছে এবং প্রতিদিন ভরা পেটে ফিরেছে। আজও দুনিয়ার কোটি কোটি পাখি খালি পেটে বের হয়েছে কিন্তু ভরা পেটে ফিরবে।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

রিযিক্ব

শুধু পাখি নয়; বন-জঙ্গলের লাখো প্রাণী, আমাদের আশেপাশে থাকা কুকুর-বিড়াল থেকে শুরু করে হাজার হাজার পিঁপড়া, মাকড়সা, মশা-মাছি কেউই না খেয়ে মারা যায় না। শুনলে আশ্চর্য হবেন, সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের এক দিন বাঁচার জন্য যে খাবারের প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি খাবারের প্রয়োজন এই পৃথিবীতে বসবাসরত সকল পশু-পাখি, পোকামাকড়, গাছ-গাছালি, জীব-জন্তু তাদের এক দিনের খাবারের জন্য। তাদের খাবারের ব্যবস্থা কে করে আসছেন? তাই তো মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا

'ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোনোও প্রাণী নেই, যার রিযিক্বের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র ওপর বর্তায় না' (হূদ, ৬)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -

'আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা রিযিক্ব প্রসারিত করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। নিশ্চিতভাবে আল্লাহ সব জিনিস জানেন' (আনকাবূত, ৬২)।

অন্যত্র তিনি বলেন,

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ

'অথবা বলো, রহমান যদি তোমাদের রিযিক্ব বন্ধ করে দেন তাহলে এমন কেউ আছে, যে তোমাদের রিযিক্ব দিতে পারে? প্রকৃতপক্ষে এসব লোক বিদ্রোহ ও সত্যবিমুখতায় বদ্ধপরিকর' (মুল্‌ক, ২১)।

রাসূল ﷺ বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا عِبَادِى كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِى أُطْعِمْكُمْ

'হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত তবে যাকে আমি খেতে দিই অতএব আমার নিকট খাবার চাও, আমি তোমাদের খেতে দিব' *(ছহীহ মুসলিম, হা/৬৭৩৭)।*

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

তিনি আরও বলেন,

لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ

'যদি তোমাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমাদের সকল মানুষ ও জিন একটি খোলা ময়দানে দাঁড়ায় এবং আমার নিকটে চায় আর আমি যদি প্রতিটি মানুষের চাওয়া পূরণ করে দিই তাহলে আমার নিকটে যা আছে তাতে অতটুকু কমতি সৃষ্টি হবে না যেমন একটি সুই সাগরে ডুবালে সাগরের পানিতে যতটুকু কমতি সৃষ্টি হয়' *(ছহীহ মুসলিম, হা/৬৭৩৭)*।

একটি খোলা ময়দানে আদম থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ ও জিন এসেছে এবং আসবে জমা হয় এবং তাদের যা চাওয়ার আছে তা চায়, চাহে কোটি টাকার সম্পদ হোক, চাহে হাজার তলার বিল্ডিং, চাহে হাজার বিঘা জমি যার যা মন চায় সবাইকে যদি মহান আল্লাহ সাথে সাথেই সব পূরণ করে দেন, তবুও তার ভান্ডারে ততটুকু কমতি সৃষ্টি হবে না যতটুকু একটা সুই সাগরে ডুবিয়ে উঠানোর পর সাগরে যতটুকু কমতি সৃষ্টি হয়। আল্লাহু আকবার।

আপনি এই আল্লাহ্‌র বান্দা। দুনিয়ার সব ধন-সম্পদের মালিক যিনি সেই আল্লাহ আপনার রব। আপনার সৃষ্টিকর্তা। আপনার পালনকর্তা। আপনার রিযিক্বদাতা। তারপরও আপনি গরীব হওয়ার চিন্তা করেন? আচ্ছা বলুন তো, দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী কোনো বাদশাহর পুত্রের কি টাকা-পয়সার কোনো টেনশন হতে পারে? অসম্ভব! যখন যা চাওয়ার তাই পায়। কেননা তার পিতা কোটিপতি। অথচ এই সমস্ত সকল ধনী রাজা-বাদশাহগণের যিনি বাদশাহ সেই পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ্‌র বান্দা আপনি। তারপরও টাকার ভয়ে সন্তান হত্যা করেন? আফসোস! শত আফসোস! আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখুন! রূযী তাঁর কাছে চান। তিনি দিবেন। নিশ্চয়ই দিবেন।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

ভাগ্য ও রিযিক্ব

মৃত্যু যেভাবে মানুষকে খুঁজে মানুষের রিযিক্ব সেভাবেই মানুষকে খুঁজে। মানুষ তার নির্ধারিত রিযিক্ব না ভোগ করে মারা যাবে না। মৃত্যুর সময় যদি নিকটবর্তী হয় আর রিযিক্ব বাকী থাকে তাহলে মৃত্যুর পূর্বে সে তুলনামূলক বেশি খাবে। আর যদি রিযিক্ব শেষ হয়ে যায় কিন্তু হায়াত বাকী থাকে তাহলে মৃত্যুর পূর্বে তার খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। কমে যাবে। হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ « أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تَمُوْتُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا ».

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কোনো ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত রিযিক্ব যতদিন না সে পাবে, ততদিন তার মৃত্যু হবে না' *(ইবনু মাজাহ, হা/২১৪৪)*।

'সন্তান জন্মের পূর্বেই মায়ের পেটে সন্তানের রিযিক্ব লিপিবদ্ধ করা হয়' *(ছহীহ বুখারী, হা/৬৫৯৪)*।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

তাহলে কি ঘরে বসে থাকব?

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীছের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে, আল্লাহ আমাদের রিযিক্ব দান করেন ও এতে বিশ্বাস করা ঈমানের একটি স্তম্ভ। এখন এক শ্রেণির মুসলিমদের কাছে মনে হতে পারে, রিযিক্ব যেহেতু নির্ধারিত তাহলে এর জন্য কষ্ট করার দরকার কী? মহান আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

'তিনিই তো সেই মহান সত্তা, যিনি ভূ-পৃষ্ঠকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা এর বুকের ওপর চলাফেরা করো এবং আল্লাহ্‌র দেওয়া রিযিক্ব খাও। তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে' (মুল্‌ক, ১৫)।

তিনি আরও বলেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'অতএব, যখন জুম'আর ছালাত শেষ হয়ে যাবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তালাশ করো, আর আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

করো, আশা করা যায় তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে' (জুমু'আহ, ১০)।

আপনাকে আমি একটা থাপ্পড় দিলাম। তাক্বদীরে লেখা ছিল তাই আমি থাপ্পড় দিয়েছি, এই কথা বলে কি আমি পার পেয়ে যাব? তাহলে দুনিয়ার যাবতীয় বিচারব্যবস্থা অচল হয়ে যাবে।

তাক্বদীরে লিখা আছে তাই আমরা করতে বাধ্য বিষয়টি মোটেও এমন নয়। তাক্বদীর মূলত মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞান। আমাদের ইল্‌ম সীমিত তাই আমরা ভবিষ্যৎ জানি না। কিন্তু মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞান অসীম। তিনি আদি-অন্ত সব জানেন।

> "তাক্বদীর মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞানের লিখিত রূপ। আমরা যা করি স্বেচ্ছায় করি। কোনো কিছু করার ক্ষেত্রে আমাদের ইচ্ছার এই স্বাধীনতার কারণে আমাদের দুনিয়াতে বিচার হয় পরকালেও বিচার হবে। মহান আল্লাহ আমাদের সুস্থ বিবেকশক্তি দিয়েছেন সাথে পাঠিয়েছেন আসমানী কিতাব ও নবী-রাসূল। পরীক্ষার জন্য দিয়েছেন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি। সুতরাং তাক্বদীরে আছে বলে ঘরে বসে থাকা শুধু বোকামী নয়; ইসলামের বিধানের সাথে ঠাট্টা।"

ইসলামে যেকোনো কাজের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় সামনে রাখতে হয়।

১. কাজের আগে : কোনো কিছু তাক্বদীর দ্বারা নির্ধারিত ভেবে কর্মবিমুখ না হওয়া। যেটা উপকারি সেটার জন্য চেষ্টা করা, আল্লাহ্‌র সাহায্য চাওয়া। এভাবে উত্তম পন্থায় চেষ্টা করা এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য চাওয়ার কারণে তার নেকী হবে।

২. কাজের সময় : কোনো কিছুর জন্য চেষ্টা করার সময় হালাল উপায়ে চেষ্টা করতে হবে। পাশাপাশি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করতে হবে। এটা মনে রাখতে হবে যে, হালাল বা হারাম পন্থার কোনটা আমি বেছে নিচ্ছি সেটাই আমার পরীক্ষা। হালাল বেছে নিতে গিয়ে যে সমস্যাগুলো হচ্ছে সেগুলো মোকাবেলার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র ভরসা করতে পারছি না হতাশ হয়ে যাচ্ছি? এটাই পরীক্ষা।

৩. কাজের পরে : কোনো কিছুর জন্য সব ধরনের বৈধ চেষ্টার পরও যদি ব্যর্থতা আসে, তবে হতাশ হওয়া যাবে না।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

যদি এটা করতাম তাহলে এমন হত, এটা না করলে এমন হত না ইত্যাদি কথা থেকে বিরত থাকতে হবে।

ধৈর্য ধরতে হবে এবং বুঝতে হবে এটা আসলে আমার তাক্বদীরে ছিল না। আর এটাই আমার পরীক্ষা।

তথা সারমর্ম হচ্ছে, তাক্বদীরে আছে বলে অলস বসে থাকা যাবে না। কাজ করতে হবে। কাজ শুরু করার পর আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করতে হবে। কাজ শেষে ছবর করতে হবে।

কাজ + আল্লাহ ভরসা + ছবর = প্রকৃত সফলতা।

উপরিউক্ত তিনটি পদক্ষেপ পার হওয়ার পর ফল হচ্ছে, এই কাজের জন্য হালালভাবে প্রচেষ্টার কারণে এবং হারাম থেকে বিরত থাকার কারণে আমি যেমন নেকী পেয়ে গেছি, তেমনি আমার জন্য নির্ধারিত একটি পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হয়ে গেছি।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

আল্লাহ কেন সবাইকে ধনী করলেন না?

বিশ্ব সংসারে বৈচিত্র্যতা না থাকলে পৃথিবী অচল হয়ে যাবে। সবাই যদি ধনী হয় তাহলে কাজ কে করবে? ধরিত্রীর সচলতার জন্য বাধ্যতামূলক বৈচিত্র্যতা থাকতে হবে। এ ছাড়া এর পিছনে গূঢ় রহস্য হচ্ছে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাকে পরীক্ষা করতে চান। মহান আল্লাহ দেখতে চান তাঁর গরীব বান্দা দরিদ্র থাকার পরও তাঁর প্রশংসা করে কিনা? সন্তুষ্ট থাকে কিনা? উপার্জনের জন্য, ধনী হওয়ার জন্য অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে কি-না?

তেমনি তিনি দেখতে চান ধনী হওয়ার পর তাঁর বান্দা তাঁকে ভুলে যায় কি না? আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে কিনা? তাঁর আরেক গরীব বান্দাকে সাহায্য করে কি না যে তার ১০ তলা বিল্ডিংয়ের নিচে ফুটপাতে শুয়ে আছে?

এ ছাড়া চিরদিন একজন ব্যক্তি ধনী বা গরীব থাকে না। আজ ধনী তো কাল গরীব। আজ গরীব তো কাল ধনী। একেকজনকে মহান আল্লাহ একেকভাবে পরীক্ষা করেন। ছহীহ বুখারীতে পরীক্ষার একটি চমৎকার ঘটনা আছে। নিম্নে তা পেশ করা হলো।

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন, 'বনী ইসরাঈলের মধ্যে তিনজন লোক ছিল- কুষ্ঠরোগী, টেকো ও অন্ধ। আল্লাহ তাদের পরীক্ষা করার ইচ্ছা করলেন এবং একজন ফেরেশতাকে তাদের নিকট পাঠালেন।

ফেরেশতা কুষ্ঠ রোগীর কাছে এসে বললেন, তোমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কোনটি? সে বলল, সুন্দর ত্বক এবং সেই রোগ থেকে মুক্তি যার কারণে লোকেরা আমাকে ঘৃণা করে।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

ফেরেশতা তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। এতে তার রোগ নিরাময় হলো এবং তাকে সুন্দর রং দান করা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন সম্পদ তোমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়? সে বলল, উট। তখন তাকে দশ মাসের গর্ভবতী একটি উট দেওয়া হলো। ফেরেশতা বললেন, আল্লাহ এতে তোমায় বরকত দিন।

তারপর তিনি টেকো লোকটির নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কোনটি? সে বলল, সুন্দর চুল এবং এই টাক থেকে মুক্তি যার কারণে লোকেরা আমাকে ঘৃণা করে। তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। এতে তার টাক সেরে গেল এবং তাকে সুন্দর চুল দান করা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ সম্পদ তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়? সে বলল, গরু। তখন তাকে একটি গর্ভবতী গাভি দেওয়া হলো। তিনি বললেন, আল্লাহ এতে তোমাকে বরকত দিন।

তারপর তিনি অন্ধ লোকটির নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কী? সে বলল, আল্লাহ আমার চোখ ফিরিয়ে দিন, যাতে আমি মানুষকে দেখতে পারি। তিনি তার চোখ স্পর্শ করলেন। এতে আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন সম্পদ তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়? সে বলল, ছাগল। তাকে তখন এমন ছাগী দেওয়া হলো যা বেশি বাচ্চা দেয়।

উট, গাভি ও ছাগলের বাচ্চা হলো এবং উট দ্বারা একটি ময়দান, গরু দ্বারা একটি ময়দান এবং ছাগল দ্বারা অন্য একটি ময়দান ভরে গেল।

তারপর ফেরেশতা কুষ্ঠ রোগীর নিকট তার প্রথম আকৃতি ধারণ করে এসে বলেন, আমি একজন মিসকীন। সফরে আমার সবকিছু নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। আজ আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই, যার সাহায্যে আমি আমার গন্তব্যে পৌঁছতে পারি। অতঃপর সেই আল্লাহ নামে আমি তোমার কাছে একটি উট সাহায্য চাচ্ছি, যিনি তোমাকে সুন্দর রং, সুন্দর ত্বক ও সম্পদ দিয়েছেন, যাতে আমি তার সাহায্যে গন্তব্যে পৌঁছতে পারি।

সে বলল, (আমার উপর) অনেকের হক্ব রয়েছে। তিনি বলেন, আমি বোধহয় তোমাকে চিনি। তুমি কুষ্ঠরোগী ছিলে না? তোমাকে লোকেরা কি ঘৃণা করত না? তুমি না নিঃস্ব ছিলে? তোমাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন। সে বলল, আমি তো এ সম্পদ পূর্বপুরুষ থেকে ওয়ারিছ সূত্রে পেয়েছি। তিনি বলেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তাহলে আল্লাহ তোমাকে যেন পূর্বের মতো করে দেন।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

এরপর তিনি টেকো লোকটির নিকট তার প্রথম আকৃতি ধারণ করে এসে ঐ কথাই বলেন, যা প্রথম ব্যক্তিকে বলেছিলেন এবং সে সেই উত্তরই দিল, যা পূর্বোক্ত লোকটি দিয়েছিল। ফেরেশতা একেও বলেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হয়ে থাক তাহলে আল্লাহ যেন তোমাকে আবার পূর্বের মতো করে দেন।

তারপর তিনি অন্ধ লোকটির নিকট তার পূর্বের আকৃতি ধারণ করে এসে বলেন, আমি একজন মিসকীন ও পথিক। আমার সবকিছু সফরে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। এখন গন্তব্যে পৌঁছতে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। অতঃপর তোমার কাছে সেই আল্লাহ্‌র নামে একটি ছাগল সাহায্য চাচ্ছি, যিনি তোমাকে তোমার চোখ ফেরত দিয়েছেন। লোকটি বলল, আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ আমাকে আমার চোখ ফেরত দিয়েছেন। কাজেই তুমি তোমার যত ইচ্ছা মাল নিয়ে যাও, আর যা ইচ্ছা রেখে যাও। আল্লাহ্‌র শপথ! আজ তুমি মহান আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে যা কিছু নিবে আমি তাতে তোমাকে বাধা দিব না। ফেরেশতা বলেন, তোমার মাল তোমার কাছেই রাখো। তোমাদের শুধু পরীক্ষা করা হয়েছে। আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তোমার অপর দু'জন সাথীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

আল্লাহ তখন অসন্তুষ্ট হয়ে কুষ্ঠরোগী ও টেকোকে আগের মতো কুষ্ঠরোগী ও টেকো করে দিলেন, নিঃস্ব করে দিলেন। আর আল্লাহ অন্ধ লোকটির প্রতি সন্তুষ্ট হলেন এবং সম্পদ বাড়িয়ে দিলেন' *(ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৬৪)*।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

আল্লাহ্‌র পরীক্ষা বনাম মানুষের পরীক্ষা

মহান আল্লাহ আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন জীবন ধারণের সকল উপযোগী বস্তু। আলো-বাতাস-পানি-অন্ধকার দিয়ে পৃথিবীটাকে এমনভাবে সাজিয়েছেন যাতে প্রাণী জীবন ধারণ করতে পারে, যা তিনি অন্য গ্রহগুলোতে রাখেননি। বসবাসের উপযুক্ত এই সুন্দর পৃথিবীতে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে পাঠিয়েছেন। এটা মানুষের জন্য পরীক্ষার হল। তিনি দেখতে চান কে কেমন আমল করছে।

তবে মানুষের পরীক্ষা আর আল্লাহ্‌র পরীক্ষার মধ্যে বিস্তর ফারক রয়েছে। আমরা এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার জন্য যতই পরিশ্রম করি না কেন যদি পরীক্ষার হলে ভালো না লিখতে পারি তাহলে কেউ আমাদের পরিশ্রম দেখবে না। আমাদের সব পরিশ্রম বৃথা। কত রাত না ঘুমিয়ে কেটেছে। কত দিন না খেয়ে পার হয়েছে। কত টাকা প্রাইভেট আর কোচিংয়ে খরচ করেছেন বাবা-মা। পরিবার-পরিজন সবাই কত টেনশনে। এত কিছুর পরও পরীক্ষার হলে ভালো লিখতে না পারার কারণে 'এ প্লাস' নাই। সব পরিশ্রমের ফল পাওয়ার মানদণ্ড মাত্র তিন ঘণ্টার পরীক্ষা।

কিন্তু মহান আল্লাহ শুধু পরিশ্রম দেখেই নাম্বার দেন। নেকী পাওয়ার জন্য আলাদাভাবে পরিশ্রম করে অন্য কোথাও গিয়ে পরীক্ষা দেওয়া লাগে না। বরং নেকীর জন্য বান্দা যে পরিশ্রম করে তাই নেকী হিসাবে লেখা হয়।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

রিযিক্ব

এমনকি মানুষ যদি তার স্ত্রীর মুখে এক লোক্বমা খাবারও তুলে দেয় মহান আল্লাহ তার বিনিময়ে নেকী লেখেন। শুধু তাই নয়; মানুষ কোনো ভালো কাজের ইচ্ছা পোষণ করলেই সেই ইচ্ছার জন্য নেকী লেখা হয়।

কিন্তু কোনো খারাপ কাজের ইচ্ছা করলেও কোনো গোনাহ লেখা হয় না যতক্ষণ না তা বাস্তবায়ন করা হয়। আল্লাহু আকবার! মহান আল্লাহ আমাদের উপর কত দয়ালু অথচ আমরা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। আমরা কত হতভাগা!

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

ধনী হওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায়

দুনিয়াতে ধনী হওয়ার কি কোনো সংজ্ঞা আছে? কেউ কি বলতে পারে যার কাছে এত টাকা আছে সে ধনী? আসলে ধনী ও গরীব বিষয়টি আপেক্ষিক। যার মাসিক খরচ ১ হাজার তার মাসিক ইনকাম ৩০ হাজার হলেই সে ধনী। কিন্তু যার মাসিক খরচ ১ লাখ তার ইনকাম ৩০ হাজার হলে সে গরীব। এটা যেমন আপেক্ষিক তেমনি মানসিকও। একজনের মাটির ঘর আছে সে এটা নিয়েই সন্তুষ্ট। তার উন্নত বিল্ডিংয়ের কোনো চাহিদা নাই। আরেকজনের ইটের তৈরি পাকা ঘর। কিন্তু তাতেও তার মন সন্তুষ্ট নয়। সে ১০ তলা বানাতে চায়। একজনের হয়তো সাধারণ প্লাস্টার ও রং করা দেওয়াল দিয়ে ১০ তলা বাড়ি আছে। এতেই সে সন্তুষ্ট। আরেকজনের টাইলস, মোজাইক দিয়ে এয়ারকন্ডিশনড ১০ তলা বিল্ডিংয়ের শখ। চাহিদা অনুযায়ী মানুষের অন্তরে অভাববোধের সৃষ্টি হয়। চাহিদার আধিক্যের কারণেই নিজেকে গরীব মনে হয়।

বস্তুবাদী শিক্ষাব্যবস্থার কারণে আমাদের সন্তানরা শুধু ভোগ করা শিখে। ভোগ করাকেই সফলতা মনে করে। ত্যাগের মধ্যেও যে সফলতা আছে এই শিক্ষা কোনো সময় তাদের দেওয়া হয় না। দুনিয়াতে যত বড় মনীষী ও ব্যক্তিবর্গ এসেছেন কেউ ভোগের দ্বারা নিজেকে সেই উচ্চতায় নিয়ে যাননি। ত্যাগ স্বীকার করেই গেছেন।

সত্যি বলতে কী, আমাদের সমাজ শুকরিয়া আদায় করা জানে না। শুকরিয়া আদায় করতে পারাও মহান আল্লাহ্‌র অনেক বড় নেমত।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

এই যে মানুষের হাতে উন্নতমানের ক্যামেরা আছে। একটা ক্যামেরা সর্বোচ্চ কত মেগা পিক্সেলের হতে পারে? বর্তমান পৃথিবীতে ক্যাননের (৫০.৬) মেগা পিক্সেলের ক্যামেরাটা সর্বোচ্চ রেজুলেশনবিশিষ্ট ক্যামেরা। আপনার কী মনে হয়, মানুষের চোখে আল্লাহ যে ক্যামেরা দিয়েছেন তার মেগা পিক্সেল মানুষের বানানো সর্বোচ্চ ৫০ রেজুলেশনের ক্যামেরার চেয়ে কম হবে না বেশি হবে? অনেকেই না জেনে থাকলে এটাই ভাববেন যে, মানুষের চোখ কি আর ক্যামেরার মতো হতে পারে? আপনি গুগলে গিয়ে সার্চ দিয়ে দেখুন হিউমান বিং তথা মানুষের চোখের রেজুলেশন হচ্ছে সাড়ে পাঁচশ' (৫৭৬) মেগা পিক্সেল।

আপনি কি কোনো সময় ভেবে দেখেছেন ক্যামেরায় তোলা ছবি কেন বেশি সুন্দর হয়? অথচ সেই দৃশ্যটিই চোখে দেখলে অত সুন্দর লাগে না। এর মূল কারণ হচ্ছে আমাদের চোখের রেজুলেশন ক্যামেরার চেয়ে এত বেশি যে, ঐ দৃশ্যের সকল খুঁটিনাটি খুঁতগুলো আমাদের চোখে ধরা পড়ে। যার কারণে ক্যামেরার চেয়ে বাস্তব চোখে যেকোনো দৃশ্য কম সুন্দর লাগে। আরও একটি উদাহরণ নিতে পারেন। বর্তমান পৃথিবীতে এমন কোনো ক্যামেরা নাই যে আপনাকে রাতের তারকাজ্জ্বল আকাশের বাস্তব সুন্দর ছবি তুলে দেখাতে পারবে। একমাত্র মানুষের চোখের ক্যামেরা ছাড়া কোনোমতেই রাতের আকাশের সৌন্দর্য উপভোগ করা সম্ভব নয়। ক্যামেরা জুম করলে তারাগুলো ফেটে যায়। আর জুম না করলে আলোগুলো ধরাই পড়ে না। আল্লাহু আকবার! আল-হামদুলিল্লাহ!

> "সব সময় নিজের চেয়ে যারা নিম্নে আছে তাদের দিকে দেখা উচিত। আমি যে সুস্থ, এই নে'মতের শুকরিয়া আদায় করার জন্য মাসে একবার মেডিকেলে যান। রোগীদের সাথে সময় কাটানো ও তাদের সেবা করার মাধ্যমে আপনি অনুভব করতে পারবেন আপনি কত সুখে আছেন। শহরে থাকেন ছুটির দিন পার্কে না গিয়ে গ্রামে যান। অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ান।"

ফুটপাতে শুয়ে থাকা মানুষটার পাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, সে কেন এখানে শুয়ে আছে? তার কি মাথা গোঁজার জন্য কোনো ভেন্নাপাতার ছাউনিও মিলেনি?

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

রিযিক্ব

তার জবাব শুনে আপনার সন্তান ও স্ত্রীর এয়ারকন্ডিশনড বাড়ি না থাকার জন্য আপসেট ভাব কিছুটা হলেও কমবে। নিজেকে অনেক ধনী মনে হবে। পার্কে গেলে আপনার সন্তান তার জামার সাথে পার্কে ঘুরে বেড়ানো আর দশটা ছেলের পোশাকের তুলনা করবে। আপনার স্ত্রী আপনার গাড়িকে আর দশটা পরিবারের গাড়ির সাথে তুলনা করবে। তখনই তাদের অন্তরে চাহিদা তৈরি হবে। তারা হীনমন্যতায় ভুগবে। তাদের মনে হবে তারা গরীব।

তাই গরীবদের সাথে মিশুন! আপনার থেকে যে কষ্টে আছে তার পাশে দাঁড়ান! পত্রিকায় পড়েছেন উমুক জায়গায় ঝড়ে সব লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। দালান ধ্বসে এতজন মারা গেছে। সেখানে যান! স্ত্রী-সন্তানসহ যান! ইনশাআল্লাহ আপনার সন্তান কোনো দিন ধনী না হওয়ার হতাশায় ভুগবে না।

সুতরাং ধনী হওয়ার সবচেয়ে সহজ ও বড় উপায় তিনটি : মনকে নিয়ন্ত্রণ করা; চাহিদাকে কমিয়ে আনা; আশা-আকাঙ্ক্ষায় লাগাম দেওয়া। যা আছে তার জন্য মহান আল্লাহকে অন্তর থেকে থ্যাংকস বলা। আল-হামদুলিল্লাহ। সর্বোপরি ভোগে নয় ত্যাগের মাধ্যমে সুখ অর্জন করতে শেখা।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

বরকত

রূযী বৃদ্ধি হওয়া ও রূযীতে বরকত হওয়ার মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। বরকত শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রাপ্ত নে'মত স্থায়ী হওয়া ও বৃদ্ধি হওয়া। আপনার ব্যবসায় ইদানিং লাভ হচ্ছে। আপনি দু'আ করলেন আল্লাহ যেন ব্যবসায় বরকত দান করেন। তথা এই লাভের ধারাবাহিকতা যেন বজায় থাকে এবং আরও যেন বেশি হয়।

আর যদি দু'আ করেন আল্লাহ আমার ব্যবসা বাড়িয়ে দাও। তথা শুধু বৃদ্ধির জন্য দু'আ করলেন। তাহলে হয়তো দুই একদিন বৃদ্ধি হবে কিন্তু তারপর আবার লস খাবেন। কেননা বরকত নাই তাই।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

বরকতের বাস্তবতা

▶ রাসূল ﷺ -এর ঘটনা :

একদা খন্দকের যুদ্ধে রাসূল ﷺ প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত ছিলেন। তাঁর চেহারায় ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট ছিল। জাবির বিন আব্দুল্লাহ رضي الله عنه বিষয়টি আঁচ করতে পেরে বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রীকে খাবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আড়াই কেজির মতো যবের আটা ছিল। তা দিয়ে রুটি বানানোর সিদ্ধান্ত হলো। বাড়িতে পোষা ছোট একটা দুম্বা/ছাগল ছিল তা জবাই করলেন। গোশত রান্না করতে দিয়ে তিনি চুপে চুপে রাসূল ﷺ -এর কাছে গেলেন এবং খাবার সম্পর্কে অবহিত করলেন। রাসূল ﷺ সাথে সাথে সকল ছাহাবীকে দাওয়াতের খবর দিলেন এবং জাবির বিন আব্দুল্লাহকে বললেন, আমি না আসা পর্যন্ত চুলা থেকে গোশতের হাড়ি নামাবে না এবং রুটি তৈরি করবে না। রাসূল ﷺ তার বাড়িতে পৌছে রুটিতে তাঁর থুথু মিশিয়ে দিলেন এবং বরকতের দু'আ করলেন এবং গোশতের হাড়িতেও তাঁর থুথু মিশিয়ে দিলেন এবং বরকতের দু'আ করলেন। তারপর তিনি চুলা থেকে পাতিল নামাতে নিষেধ করলেন এবং চুলা থেকেই গোশত বিতরণ করতে নির্দেশ দিলেন। সেই দিন ছাহাবীদের সংখ্যা প্রায় ১০০০ ছিল। হাদীছের রাবী জাবির رضي الله عنه বলেন,

فَأُقْسِمُ بِاللهِ لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ، وَإِنَّ عَجِيْنَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُو

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

'আমি মহান আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, তারা সকলেই খাওয়া শেষ করে ফিরে গেলেন আর আমাদের পাতিল ঐভাবেই ফুটছিল যেমন ছিল আর আমাদের আটা থেকে রুটি বানানো যাবে যেমন ছিল। তথা ১ হাজার মানুষ খাওয়ার পরেও গোশত ও রুটি যেমন ছিল তেমনই আছে' *(ছহীহ বুখারী, হা/৪১০২)*।

▶ আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু -এর ঘটনা :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِتَمَرَاتٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ. فَضَمَّهُنَّ ثُمَّ دَعَا لِي فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ فَقَالَ لِي « خُذْهُنَّ وَاجْعَلْهُنَّ فِي مِزْوَدِكَ هَذَا أَوْ فِي هَذَا الْمِزْوَدِ كُلَّمَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا فَأَدْخِلْ فِيهِ يَدَكَ فَخُذْهُ وَلاَ تَنْثُرْهُ نَثْرًا ». فَقَدْ حَمَلْتُ مِنْ ذَلِكَ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ وَسْقٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ وَكَانَ لاَ يُفَارِقُ حَقْوِي حَتَّى كَانَ يَوْمُ قَتْلِ عُثْمَانَ فَإِنَّهُ انْقَطَعَ».

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলের নিকট কিছু খেজুর নিয়ে এসে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র নিকট আমার জন্য এই খেজুরে বরকতের দু'আ করুন! আল্লাহ্‌র রাসূল খেজুরগুলোকে তাঁর সামনে সাজিয়ে রাখলেন এবং দু'আ করলেন। তারপর বললেন, এই খেজুরগুলোকে একটা ব্যাগে রাখো। তার ভিতর হাত ঢুকিয়ে বের করবে, কোনো সময় ব্যাগটা ঝেড়ে খেজুর বের করবে না। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি সেখান থেকে এক ওয়াসাক্ব (এক ওয়াসাক্ব = ১৫০ কেজি) খেজুর আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করেছি এবং আমরা সেখান থেকে নিজে খেতাম, অন্যকে খাওয়াতাম। আর আমি সব সময় ব্যাগটিকে নিজের কোমরে বেঁধে রাখতাম। অতঃপর যখন ওছমান রাযিয়াল্লাহু আনহু নিহত হলেন ব্যাগটি আমার কোমর থেকে খুলে পড়ে গেল *(মুসনাদে আহমাদ, হা/৮৬১৩, সনদ হাসান)*।

▶ আম্মুর ঘটনা :

আব্বু যখন গাইবান্ধার জান্নাতপুর মাদরাসায় প্রথম চাকরি করেন সেখানে আব্বুর বেতন ছিল ১৫০০ টাকা এবং আম্মুর বেতন ছিল ৫০০ টাকা। আব্বু বালক শাখার শিক্ষক ছিলেন এবং আম্মু বালিকা শাখার শিক্ষিকা ছিলেন। আমার আম্মু আমার নানার ছোট মেয়ে। সেই হিসাবে নানার খুব আদরের। এ ছাড়া নানা খুব পরহেযগার হওয়ায় ওলামায়ে কেরামকে সীমাহীন শ্রদ্ধা করতেন ও ভালবাসতেন। সেই হিসাবে আব্বুর জন্য তার ভালোবাসা ছিল অগাধ যা আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। আব্বু-আম্মু নিজেদের পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও নানা সংসার নিয়ে খুব ভাবতেন।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

রিযিক্ব

নানার পরামর্শেই আব্বু-আম্মু এক মাসের বেতন জমা করে এক মণ আলু কিনে রাখেন। দাম বাড়লে বাজারে বিক্রি করা হবে। প্রায় এক বছর নানার বাড়িতে আলুগুলো জমা ছিল। নানা মাঝেমধ্যেই আলুগুলো দেখাশোনা করতেন। কোনো আলু পচে গেলে তা বাছাই করে ফেলে দিতেন। এভাবে এক বছর পর দাম বাড়লে আলু বাজারে তোলার জন্য বের করা হলো। শেষবারের মতো পূর্ণ পচা আলু ফেলে দেওয়া হচ্ছে, অর্ধেক পচা আলু কেটে ভালো অংশটুকু রাখা হচ্ছে।

তারপর নানা আলু মাপতে শুরু করলেন। আম্মু দাড়িপাল্লায় নানাকে আলু তুলে দিচ্ছিলেন। আলু ওযন করা শেষে দেখা গেল কাটায় কাটায় এক মণ আলু রয়েছে। আমার নানা খুশিতে আত্মহারা। তিনি বললেন, 'রাযিয়া! তোমার আলুতে বরকত হছে বাহে! নাহলে এক বছর পর এত আলু ফালে দিনু তাও এক মণ আলু যেংকা আছিল সিংকেই আছে'।

বরকত অতি বাস্তব। চিরন্তন সত্য। আপনিও বরকতের কাজ করলে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে দেখতে পাবেন বরকত কী জিনিস। অনুভব করতে পারবেন বরকত। বরকত স্থান, কাল, পাত্র সবকিছুর সাথে সর্ম্পকিত। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

বরকতময় জায়গা

মদীনায় যদি সকালে একবার খাই আর সারা দিন না খেয়ে থাকি ক্ষুধা বুঝা যায় না। অথচ একই খাবার জেদ্দা বা রিয়াদে খেলে দুপুর হতে না হতেই পেট চোঁ চোঁ করে। একজনের খাবার দুইজন মিলে খেলে তাতেই পেট ভরে যায়। কমতি বুঝা যায় না। মসজিদে নববীতে ঢুকলে প্রতি ওয়াক্তেই দেখা যাবে কোনো না কোনো গেটে কিছু না কিছু ফেলে রাখা আছে। হয়তো হাজার হাজার পানির বোতল নিয়ে ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে, নয়তো খেজুরের বক্স রাখা আছে, রাখা আছে বিরিয়ানীর প্যাকেট। মুছল্লীরা আসছে স্বাধীনমতো নিচ্ছে। এ তো মসজিদের বাহিরের অবস্থা। মসজিদের ভিতরে ঢুকলে দেখা যাবে ফুলের মতো পবিত্র সউদী কিশোর হাতে গাহওয়া (সউদী বিশেষ চা) নিয়ে আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। আপনি যদি চা না নেন তাহলে রাগ করবে। শুধু চা নয়, সাথে থাকবে খেজুর। এগুলো স্বাভাবিক দিনের ঘটনা। সোমবার ও বৃহস্পতিবার এবং আরবী মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে মসজিদের চেহারা পাল্টে যায়। ইফতারীর সময় পুরো মসজিদ ইফতারীতে ভর্তি থাকে। আর রামাযানের সময়ের দৃশ্য কলমের কালির আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলা অসম্ভব। শুধুমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীরাই অনুভব করতে পারেন সে দৃশ্য। মসজিদে, রাস্তা-ঘাটে ইফতারী দেওয়া নিয়ে প্রতিযোগিতা। ইফতারী দেওয়ার জন্য জায়গা দখল করা নিয়ে পাল্লা। মানুষকে জোর করে নিয়ে এসে ইফতার করানোর এক অনুপম দৃশ্য।

সবই মহান আল্লাহ্‌র বরকত। এরা আমাদের মতো চেয়ারম্যান ও কমিশনার নির্বাচনে জয় লাভ করার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে না। এরা কোটি কোটি টাকা মানুষকে খাওয়ানোর জন্য খরচ করে।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

রিযিক্ব

মদীনার এই বরকতের বিষয়ে রাসূল ﷺ বলেন,

« اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَىْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ ».

'হে আল্লাহ আপনি মক্কায় যে বরকত দিয়েছেন, মদীনাতে তার দ্বিগুণ বরকত দান করুন' *(বুখারী, হা/১৮৮৫)*।

এ ছাড়া মক্কা ও বায়তুল আক্বছা বরকতময়। মক্কার জন্য ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দু'আ করেছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন,

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

'হে আমার প্রতিপালক! আপনি এই শহরকে (মক্কা) নিরাপদ করে দিন এবং তার অধিবাসীর মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ বিচার দিবসের প্রতি ঈমান আনয়ন করে আপনি তাদেরকে ফল-ফলাদি থেকে রিযিক্ব দান করুন' (বাক্বারাহ, ১২৬)।

বায়তুল আক্বছা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ

'মসজিদুল আক্বছা যার চারপাশে আমরা বরকত আচ্ছাদিত করে দিয়েছি' (ইসরা, ১)।

এ ছাড়া রাসূল ﷺ ইয়ামান ও সিরিয়ার বরকতের জন্য দু'আ করেছেন *(বুখারী, হা/১০৩৭)*।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

বরকতময় সময়

একজন সাধারণ মুসলমানের স্বাভাবিক জীবন ফজর পর থেকেই শুরু হয়। আমারও তাই ছিল। ভারতে গিয়ে যখন হেফযখানায় ভর্তি হলাম তখন দেখি ফজরের দেড় ঘণ্টা আগে ছাত্রদের ঘুম থেকে উঠানো হচ্ছে। ছাত্ররা ঘুম থেকে ছালাত আদায় করার জন্য নয়; শুধুমাত্র পড়ার জন্য উঠছে। উঠতে বাধ্য করা হয়। ফজরের আযানের আগে এক ঘণ্টা পড়া যরূরী। পরে যত দিন গেল তত অনুভব করলাম এই সময়ের মূল্য। ফজরের আগের এই এক ঘণ্টায় এত দ্রুত মুখস্থ হত। আল্লাহু আকবার। ফজরের আগের এই এক ঘণ্টার কারণে দৈনিক পাঁচ পৃষ্ঠা করে কুরআন মুখস্থ শুনানো আমার জন্য কষ্টকর হয়নি। এই সময়ে সীমাহীন বরকত রয়েছে। এই সময়ে পৃথিবীর মহাপরাক্রমশালী সত্তা রাতের শেষভাগে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন। এই সময় মানুষের দু'আ কবুল হয়। এ ছাড়া সকালের বিষয়ে রাসূল ﷺ বলেন,

« اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا ».

'হে আল্লাহ! আমার উম্মতের জন্য সকালে বরকত দাও' *(আবুদাউদ, হা/২৬০৮)*।

উক্ত হাদীছের রাবী সখর একজন ব্যবসায়ী ব্যক্তি ছিলেন, সে সকাল সকাল তার ব্যবসা পাঠানো শুরু করে। ফলত তার ধন-সম্পদ অনেক বেড়ে যায় *(প্রাগুক্ত)*।

সুতরাং আমরা যে কাজই করি না কেন চাহে জমি চাষ করা, বিজনেস করা, গাড়ি চালানো, আমাদের রুটিন হওয়া উচিত ফজর পর হালকা কুরআন তেলাওয়াত করে কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

রিযিক্ব

মানুষ ৮ টায় ঘুম থেকে উঠবে কি ১০ টায় অফিসে যাবে এর সাথে কোনো সম্পর্ক নাই। সকাল সকাল কাজে লাগলে বরকত হবে ইনশাআল্লাহ। অন্যের জমিতে যদি ২০ মণ ধান উঠে আপনার জমিতে ২১ মণ উঠবে। যদি একই সমান উঠে আপনার ধানে বরকত হবে। অন্যদের চেয়ে বেশি দিন চলবে। বেশি লাভ হবে।

সকালের সময় ছাড়াও আমাদের জন্য রামাযানের পুরো মাসটাই বরকতময়। রামাযানে রয়েছে সবচেয়ে বরকতময় রাত্রি লায়লাতুল ক্বদর।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

বরকতময় কর্ম

অনেক কাজ আছে যা মহান আল্লাহ্‌র বরকত অর্জনে সহায়ক। যেমন-

▶ বিসমিল্লাহ্ বলা :

আমরা দুনিয়াতে যত ছোট থেকে ছোট এবং বড় থেকে বড় কাজ করি না কেন, সেই কাজ সম্পাদনের শক্তি মহান আল্লাহই আমাদের দিয়েছেন। তিনি চাইলে আমরা মেডিকেলের বেডে শুয়ে থাকতাম। তাই প্রতিটি কাজ শুরু করার পূর্বে সেই মহান সত্তাকে স্মরণ করা বিবেকের দাবী। প্রত্যেক যে কাজ মহান আল্লাহকে স্মরণ করা ছাড়াই শুরু হয়, তাতে বরকত থাকে না।
আপনি খাবারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বললেন আপনার খাবারে বরকত হবে। অল্প খাবারে পেট ভরবে। পেট না ভরলেও শরীরে দুর্বলতা আসবে না। পেট খারাপ হবে না। যেভাবেই হোক বরকত হবে। রাসূল ﷺ বলেন,

« إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ ».

'যখন কোনো ব্যক্তি তার বাড়িতে প্রবেশ করে এবং প্রবেশের সময় মহান আল্লাহকে স্মরণ করে। যখন কোনো ব্যক্তি খাবারের সময় মহান আল্লাহকে স্মরণ করে। তখন (ইবলীস) শয়তান তার চামচাদের ডেকে বলে এই বাড়িতে তোমাদের থাকাও নাই খাওয়াও নাই' *(মুসলিম, হা/৫৩৮১)*।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

এমনকি স্ত্রী সহবাসের সময়ও আল্লাহ্‌র রাসূল বিসমিল্লাহ পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা এতে করে সন্তান বরকতময় হবে।

▶ মহান আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা :

আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে স্মরণ করেন। কিন্তু সে যে আপনাকে স্মরণ করে কিনা তার কোনো নিশ্চয়তা নাই। আপনার এত ভালোবাসা এত স্মৃতিকাতরতা সব বৃথা যেতে পারে । কিন্তু মহান আল্লাহ বলছেন,

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

'তোমরা আমাকে স্মরণ করো! আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব' (বাক্বারাহ, ১৫২)।

ইউনুস আলাইহিস সালাম মাছের পেটে। মাছ সমুদ্রের গভীর পানিতে। যেখানে সমুদ্রে ডুবার পরে বাঁচার কোনো পথ থাকে না সেখানে আবার মাছের পেটে গেলে তো কোনো কথাই নাই। মহাবিপদে ইউনুস আলাইহিস সালাম । তিনি মহান আল্লাহকে স্মরণ করলেন। তিনি বললেন, তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নাই, তুমি মহাপবিত্র আর আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত।

উক্ত দু'আতে ইউনুস আলাইহিস সালাম আল্লাহ্‌র নিকট কিছুই চাননি, শুধুমাত্র তাঁর নাম স্মরণ করেছেন। এতেই মহান আল্লাহ তাকে উদ্ধার করলেন। মাছ তাকে সমুদ্রের পাড়ে উগলে দিল। মহান আল্লাহ কুরআনে বলছেন,

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ - لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

'সে যদি আমার পবিত্রতা বর্ণনা না করত, তাহলে সে মাছের পেটে ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকত' (ছাফফাত, ১৪৩-১৪৪)।

অতএব, মহান আল্লাহকে সব সময় স্মরণ করা উচিত। মহান আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য ৯৯টি নাম রয়েছে। মহান আল্লাহ কুরআনের বহু জায়গায় তাঁর নামকে বরকতময় বলেছেন। তাঁর প্রতিটি নামই বরকতময়। তাঁর ৯৯টি নাম মুখস্থ করত উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে স্মরণ করলে সবকিছুতে বরকতময় হবে ইনশাআল্লাহ।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

এ ছাড়া পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে মহান আল্লাহ্‌র নামের অর্থ দেখে পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নামের মাধ্যমেও ডাকা যায়। যেমন ক্ষমা চাচ্ছেন- তাহলে বলুন, 'গাফূরুর রহীম' হে ক্ষমাশীল ও দয়ালু *(আ'রাফ, ১৮১)*।

▶ কুরআন তেলাওয়াত করা :

মহান আল্লাহ বলেন,

وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ

.....

'আর আমি এই কিতাবকে অবতীর্ণ করেছি যা বরকতময়' (আন'আম, ১৫৫)।

.....

দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বই পবিত্র আল-কুরআন। যা মহান আল্লাহ্‌র বাণী। সকল বরকত তার থেকেই অবতীর্ণ হয়। সুতরাং বরকত হাছিল করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম তাঁর বাণী পাঠ করা। মহাপরাক্রমশালী সৃষ্টিকর্তার অবিকৃত বাণী। যে বাড়িতে সকাল-সন্ধ্যা কুরআন তেলাওয়াত করা হয়, সে বাড়িতে বরকত অবতীর্ণ হবেই হবে ইনশাআল্লাহ। আপনি বিসমিল্লাহ বলে দোকান খুলুন। দোকান খুলে সবার আগে কুরআন তেলাওয়াত করুন! ব্যবসায় বরকত হবে ইনশাআল্লাহ। বাড়িতে পরিবারসহ সকাল-সন্ধ্যা কুরআন তেলাওয়াত করুন। পরিবারে বরকত হবে ইনশাআল্লাহ।

▶ একত্রে খাবার খাওয়া :

আরব বিশ্বের প্রচলিত রেওয়াজ বড় প্লেটে ৪-৫ জন একসাথে গোল হয়ে বসে খাবার খাওয়া। আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী আলাদা আলাদা প্লেটে সবাই আলাদা ভাত-তরকারী নিয়ে খায়। সঊদীর অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বলতে পারি, যে ভাত-তরকারী আলাদা আলাদা করে দিলে পাঁচ জন মানুষের হত কিনা সন্দেহ, সেই ভাত-তরকারী যখন বড় প্লেটে ঢেলে একসাথে খাওয়া হয়, তখন ১০ জন মানুষের কোনো প্রকার কষ্ট ছাড়াই আরামে সবার খাওয়া হয়ে যায়। যারা একই প্লেটে একসাথে খান তারাও বলতে পারবেন এতে বরকত হয়। অবশ্যই হয়। আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বলেছেন হয়। তিনি বলেন,

« كُلُوا جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي الْجَمَاعَةِ. فَطَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي لِاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ ».

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

'তোমরা একসাথে খাও! বিচ্ছিন্নভাবে খেয়ো না! কেননা জামা'আতের সাথে বরকত থাকে। এক জনের খাবার দুই জনের হয়, দুই জনের খাবার তিন-চার জনের জন্য যথেষ্ট হয়' *(সিলসিলা ছহীহা, হা/২৬৯১)*।

▶ যমযমের পানি পান করা :

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুবাদে মসজিদে নববীতে আসা হয়। ফালিল্লাহিল হামদ। ২য় সেমিস্টারে নিয়্যত করলাম ক্লাস শেষে সারা দিন মসজিদ নববীতে কাটাব। নিজস্ব গাড়ি না থাকায় ক্লাস শেষে খরা রৌদ্রে পায়ে হেঁটে স্ট্যান্ডে আসা, গাড়ির জন্য অপেক্ষা করা, আবার গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া কষ্টকর হত। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো খাবারের সমস্যা। মসজিদে নববীতে গিয়ে থাকলে সারা দিন বিশ্ববিদ্যালয়েও আসা হয় না, ডাইনিংয়েও আসা হয় না। আম্মুর কথা অনুযায়ী যমযমের পানি খেয়ে থাকা শুরু করলাম। শুধু যমযমের পানি খেয়ে থাকা এই সময়গুলো সত্যি আধ্যাত্মিক দিক থেকে অনেক আনন্দের ছিল। যমযমের পানি খাবার হিসাবে মানুষের জন্য যে যথেষ্ট তা এই সময়ে গভীরভাবে অনুভব করলাম। শরীরে কোনো প্রকার ক্লান্তি আসে না। আলহামদুলিল্লাহ!

নির্জন মরুভূমিতে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ও তাঁর মায়ের খাবার হিসাবে আল্লাহ এই পানি পাঠিয়েছিলেন। এই পানি বরকতময়। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ ».

'নিশ্চয় এই পানি বরকতময় এবং খাদ্যের উপযুক্ত খাবার। তথা খাবার খেয়ে যেমন মানুষ পরিতৃপ্ত হয়, এই পানি পান করেও মানুষ তেমনি পরিতৃপ্ত হবে' *(মুসলিম, হা/৬৫১৩)*।

শুধু তাই নয়; যমযমের পানি যেই আশায় পান করা হয় মানুষের সেই আশা পূরণ হয়।

রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ ».

'যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হয় সে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যথেষ্ট' *(ইবনে মাজাহ, হা/৩০৬২)*।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিচে রিযিক্ব বৃদ্ধির উপায়

▶ তাওহীদ :

মানুষের ইবাদতের একমাত্র হক্বদার মহান আল্লাহ। মহান আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় অত্যাচার। আমাদের দেশে তাওহীদ নাই বললেই চলে। আমরা তাওহীদ কী তাও বুঝি না। আমাদের সমাজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন। হিন্দুদের সাথে আমাদের সমাজ মিশে গেছে। তাবীয-ক্বব্য, পীরের কবর, নেতার কবর, ছবি-মূর্তি, রাশিফল, ভাগ্য গণনা আমাদের আধুনিক ও গ্রাম্য উভয় সমাজের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। শিরকের সাগরে ডুবে থাকা এক অজ্ঞ সমাজ। তাওহীদ ভালোভাবে জানা ও বুঝার জন্য প্রতিটি পাঠকের উচিত শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবের লিখা কিতাবুত তাওহীদের বাংলা অনুবাদ অধ্যয়ন করা।

আত্মিক প্রশান্তি, আত্মবিশ্বাস, সাহস, শত কঠিন পরিস্থিতিতেও হিম্মত না হারানো, বিপদ-আপদে সীমাহীন ধৈর্য সবকিছুর মূল প্রকৃত তাওহীদ। হতাশা, হীনমন্যতা নামক রোগের সর্বশ্রেষ্ঠ ওষুধ তাওহীদ। তাওহীদের বিশ্বাস পারমাণবিক বোমার চেয়েও শক্তিশালী। পারমাণবিক বোমে সবাই ভীত হতে পারে কিন্তু তাওহীদে বিশ্বাসী মানুষের মনে ভাবান্তরও সৃষ্টি হয় না, ভয় তো অনেক দূরের কথা।

এই জন্য মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শক্তি তাওহীদ। ইয়াহূদী-খ্রীস্টানরা মুসলমানদের তাওহীদকে যমের মতো ভয় পায়। আজ মুসলমানরা দ্বারে দ্বারে মার খাচ্ছে তাওহীদের দুর্বলতার কারণে। তাওহীদ সকল সফলতার মূল চাবিকাঠি।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

রাসূল ﷺ বলেন,

« قُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ تُفْلِحُوا ».

'তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো, সফলকাম হবে!' *(মুসনাদে আহমাদ, হা/১৬৬৫৪)*।

এই সফলতা দুনিয়া-আখিরাত উভয়ক্ষেত্রের সফলতা। দুনিয়ার সফলতার ব্যাপারে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে দুটি বিষয়ের ওয়াদা করেছেন। ক. ক্ষমতা। খ. ধন-সম্পদ। তিনি বলেন,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

'আর যদি কোনো এলাকাবাসী আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং তাকে ভয় করে আমরা তাদের উপর আসমান-যমীনের সকল বরকত উন্মুক্ত করে দিব' (আ'রাফ, ৯৬)।

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

'মহান আল্লাহ ওয়াদা করেছেন তোমাদের মধ্যে থেকে যারা ঈমান আনয়ন করবে ও সৎ আমল করবে তাদেরকে দুনিয়াতে খলীফা নিযুক্ত করবেন, যেমন তাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন। আর অবশ্য অবশ্য তাদের জন্য তদের পসন্দের দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তা দিবেন। তারা আমার ইবাদত করে। আমার সাথে কাউকে শরীক করে না। আর এরপরও যারা কুফুরী করবে তারাই পাপাচারী' (নূর, ৫৫)।

তাওহীদের বিশ্বাস একটি জাতিকে যেমন ধন-সম্পদ দিতে পারে তেমনি ক্ষমতাও দিতে পারে। সঊদীরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে তাদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার মূল কারণ তাওহীদ।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

▶ ক্ষমা প্রার্থনা করা :

মানুষ মাত্রই ভুল করে। দুনিয়ার প্রতিটি আদম সন্তান পাপী। সর্বশ্রেষ্ঠ পাপী সে, যে পাপ করে ক্ষমা চায়। ক্ষমা চাওয়া মহান আল্লাহ্‌র নিকট অনেক প্রিয়। কেউ ক্ষমা চাইলে মহান আল্লাহ যার পর নাই খুশি হোন। খুশি হয়ে তিনি বান্দাকে শুধু মাফ করে দেন তা নয় বরং সাথে বোনাসস্বরূপ থাকে দুনিয়াবী উপকারিতা।

মহান আল্লাহ নূহ আলাইহিস সালাম -এর ঘটনা তুলে ধরে বলেন,

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا- يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا - وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

'আর বলেছি, তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল'। (তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলে) তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, আর তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রশস্ততা দিবেন এবং তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা ও নদী-নালা তৈরি করবেন' (নূহ, ১০-১২)।

আমাদের সমাজের এক শ্রেণির মানুষ মনে করে আমরা আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করার পর তো সে একই গুনাহ আর করতে পারব না। সূদ, ঘুষ, কালোবাজারি, নোংরা রাজনীতি, দুই নাম্বারী ব্যবসা, হারাম জিনিস বেঁচা-কেনা, নোংরা বিনোদন জগতের তারকা ইত্যাদি কাজ যদি নাই করতে পারি তাহলে আমাদের অর্থ-খ্যাতি-সম্পদ-ঘরবাড়ি-বিলাসী জীবন কিছুই তো থাকবে না। পথের ফক্বীরে পরিণত হব। আল্লাহ্‌র কাছে ইস্তেগফার করলে যদি ইনকাম বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে বরং ক্ষমা চাওয়ার দরকার নাই। শেষ বয়সে হজ্জ করে এসে হিজাব পড়লে/দাড়ি রাখলেই চলবে।

এই শ্রেণির মুসলিমদের আল্লাহ উক্ত আয়াতগুলোতে মেসেজ দিয়েছেন, আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে অসৎ পথে যদি কেউ পার্থিব 'সাফল্য' খোঁজে তাহলে তাকে পাপের বোঝা নিয়ে একা পথ চলতে হবে। অপরপক্ষে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য যদি কেউ সৎ পথে থাকে এবং সর্বদা নিজের গুনাহের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ইস্তেগফার করে, তাহলে আল্লাহ খুশি হয়ে মার্জনা করার সাথে সাথে তাকে অর্থ-সম্পদ-সন্তান-সমৃদ্ধ সবকিছুই দান করবেন।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

আন্তরিক ইস্তেগফারকারী মুসলিমের সাথে সর্বদা আল্লাহ্‌র দয়া থাকবে। ইমাম শা'বী মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেন, ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু একদা বৃষ্টি প্রার্থনার ছালাতের জন্য বের হলেন। তিনি শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। ফিরে আসতে আসতে আসমান বৃষ্টি বর্ষণ করল। মানুষজন তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি তো বৃষ্টি প্রার্থনা করেননি। জবাবে তিনি বললেন, যার দ্বারা আসমান বৃষ্টি করবে আমি আল্লাহ্‌র নিকট সেগুলোই চেয়েছি। তারপর তিনি উক্ত আয়াতটি পাঠ করেন *(তাফসীরে কুরতুবী, ১৮/৩০২ পৃ.)*।

এ ছাড়া হাসান বাছরী রহিমাহুল্লাহ -কে একজন ব্যক্তি এসে দরিদ্রতার সমস্যার কথা বললে তিনি জবাবে বলেন, ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং কুরআনের উক্ত আয়াত পাঠ করো *(প্রাগুক্ত)*।

সুতরাং এ কথা স্পষ্ট মানুষের দরিদ্রতা, আসমানের বৃষ্টি বর্ষণ না করার অন্যতম কারণ হচ্ছে মানুষের গুনাহ। ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে।

▸ আল্লাহকে ভয় করা :

আল্লাহকে ভয় করা মানে আল্লাহ্‌র বিধান মেনে চলা। তাঁর আদেশের উপর আমল করা, নিষেধ থেকে বিরত থাকা। মহান আল্লাহকে যে যত বেশি ভয় করে মহান আল্লাহ তাকে তত বেশি ভালোবাসেন। যাকে মহান আল্লাহ ভালবাসবেন তার জন্য আর কী চায়। তাইতো মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا - وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

'যে আল্লাহকে ভয় করবে এবং আনুগত্য দেখাবে, আল্লাহ তার সকল সংকট দূর করে দেবেন এবং তার কল্পনাতীত স্থান থেকে রিযিক্বের সংস্থান করে দেবেন' (তালাক্ব, ২-৩)।

মারইয়াম আলাইহিস সালাম -এর ঘরে তার খালু যাকারিয়া আলাইহিস সালাম যখনই প্রবেশ করতেন, দেখতেন বিভিন্ন খাবারে ঘরভর্তি। এমনকি অসময়ের ফলমূলও দেখা যেত থরে থরে সাজানো আছে। আশ্চর্য হয়ে যাকারিয়া আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, মারইয়াম! তোমার কাছে এগুলো কোথা থেকে আসে? জবাবে মারইয়াম বললেন, এগুলো মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আর তিনি যাকে চান সীমাহীন রূযী দান করেন *(আলে-ইমরান, ৩৭)*।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

▶ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা :

দুনিয়ার প্রতিটি মানুষ কারও না কারও উপর ভরসা করে পথ চলে। ছেলে পিতার উপর। পিতা নিজের চাকরির উপর। স্ত্রী স্বামীর উপর। দলীয় কর্মী দলের উপর, সংগঠনের নেতার উপর। অথচ সকলেই মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। তাদের উপর আপনার ভরসা আপনাকে ফাঁকি দিতে পারে। সারা দুনিয়াতে অহরহ দিচ্ছে। আপনি যদি মানুষের উপর ভরসা করা শিখেন তাহলে তারা যখন আপনাকে ছেড়ে চলে যাবে তখন আপনি অন্ধকারাচ্ছন্ন।

হতাশ! অথচ মহান আল্লাহ আপনাকে কখনো ছাড়বেন না। শুধু চাই মহান আল্লাহ্‌র অসীম শক্তির উপর অগাধ বিশ্বাস। নিশ্চয় মহান আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। তিনি যদি কাউকে কিছু দিতে চান সমগ্র দুনিয়া চেষ্টা করলেও বাধা দিতে পারবে না। তিনি যদি কাউকে কিছু না দিতে চান, সমগ্র দুনিয়া চেষ্টা করলেও তা দিতে পারবে না। তিনিই আপনার জন্য যথেষ্ট।

সঊদীতে দেখেছি ১৮-১৯ বছরের ছেলে গাড়ি এক্সিডেন্ট করে রাস্তার পাশে পড়ে আছে। হাত-পা ভেঙ্গে গেছে। বাঁচার কোনো সম্ভাবনাও হয়তো নাই। অথচ চোখে কোনো পানি নাই। কোনো আহাজারী নাই। মুখ দিয়ে শুধু একটিই বাক্য উচ্চারণ হচ্ছে, 'হাসবুনাল্লাহ, নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাছীর'। অর্থাৎ 'আমার জন্য মহান আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক। কতই না উত্তম সাহায্যকারী'।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে যখন মুজাহিদরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন, তখন তাদের নিকট লৌহ বর্ম থাকত না। কিন্তু ইংরেজদের কাছে ছিল। মুজাহিদরা জামার কলার খুলে দিয়ে জিহাদে নামতেন আর বলতেন, 'মওত কা ফায়ছালা এহা নাহি উপার হোতা হ্যায়। ওহা আগার ফায়ছালা হোগা তো গুলি লাগেগী আওর আগার ফায়ছালা নাহী হোগা তো গুলি নাহে লাগেগী'। অর্থাৎ 'মৃত্যুর ফায়ছালা এখানে নয়; উপরে হয়। যদি ফায়ছালা হয়ে থাকে তাহলে গুলি লাগবে অন্যথা গুলি লাগবে না'। একেই বলে আল্লাহ ভরসা।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

'আর যে মহান আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, মহান আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট' (তালাক্ব, ৩)।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ « لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا ».

ওমর বিন খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যদি তোমরা মহান আল্লাহ্‌র উপর প্রকৃত ভরসা করো, তিনি তোমাদেরকে রিযিক্ব প্রদান করবেন যেমন পাখিকে রিযিক্ব প্রদান করে থাকেন। পাখি সকালে খালি পেটে বের হয়, সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে' *(তিরমিযী, হা/২৩৪৪)*।

উক্ত আয়াত ও হাদীছে প্রকৃত ভরসা বলতে দুটি বিষয়কে বুঝানো হয়েছে।

১. ভরসার নামে পরিশ্রমবিমুখ হয়ে ঘরে বসে থাকা নয়। পাখিকেও আল্লাহ ঘরে বসে খেতে দেন না। সে তার বাসা থেকে প্রতিদিন সকালবেলা বের হয়। আমাদেরও পরিশ্রম করতে হবে। এটাই আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন।

২. যারা সত্যিকারার্থে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা করে, তারা রূযীর জন্য হারাম পন্থা অবলম্বন করতে পারে না।

রূযীর জন্য নিজের দ্বীনকে বিক্রি করতে পারে না। যারা যাবতীয় হারাম ও অবৈধ পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হালালভাবে রূযীর অনুসন্ধান করে, কুরআনের এই আয়াত ও হাদীছে প্রদত্ত ওয়াদা তাদের জন্য। তাদের রূযীর যিম্মাদার মহান আল্লাহ। তিনি দিবেনই দিবেন। ইনশাআল্লাহ।

▶ আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখা :

রিযিক্ব বৃদ্ধির অন্যতম একটি উপায় আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ».

'যে ব্যক্তি কামনা করে তার রিযিক্ব প্রশস্ত করে দেওয়া হোক এবং তার আয়ু দীর্ঘ করা হোক সে যেন তার আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখে' *(বুখারী, হা/৫৯৮৫; মুসলিম, হা/৪৬৩৯)*।

যে নেক আমলের সবচেয়ে দ্রুত প্রতিদান দেওয়া হয় তা হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক। এমনকি কোনো গুনাহগার বান্দাও যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে মহান আল্লাহ তার প্রতিদান তাকে দুনিয়াতেই দিয়ে দেন।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

রিযিক্ব

রাসূল ﷺ বলেন,

« إِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَابًا صِلَةُ الرَّحِمِ، حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيَكُونُوا فَجَرَةً فَتَنْمُو أَمْوَالُهُمْ، وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمْ إِذَا تَوَاصَلُوا وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَتَوَاصَلُونَ فَيَحْتَاجُونَ ».

'নিশ্চয় সবচেয়ে দ্রুত যে আমলের নেকী পাওয়া যায় তা হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা। এমনকি যদি কোনো পাপাচারি পরিবারও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে তাহলে তাদের ধন-সম্পদ বেড়ে যায় এবং সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী কোনো পরিবার কোনো সময় অন্যের মুখাপেক্ষী হয় না' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৪৪০; সিলসিলা ছহীহাহ, হা/৯৭৮)*।

শুধু তাই নয়; সবচেয়ে দ্রুত যে গুনাহের শাস্তি দেওয়া হয় তা হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা *(সিলসিলা ছহীহাহ, হা/৯১৮)*।

পরিবারে শান্তি, ধন-সম্পদে বরকত নিয়ে আসতে চাইলে আপনাকে নিজের পিতা-মাতা এবং তৎপর ভাই-বোন থেকে শুরু করে সকল আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে। আত্মীয় বলতে রক্ত ও বৈবাহিক উভয়ই। যে যত নিকটবর্তী তার তত হক্ব বেশি। আপনি জমি নিয়ে ভাইয়ের সাথে মারামারি করে কোশ্চিনকালেও মহান আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকতের আশা করতে পারেন না। যতই তাহাজ্জুদগুজার হোন না কেন। আপনার অর্থের সর্বপ্রথম হক্বদার আপনার পরিবার, আপনার পিতা-মাতা এবং আপনার ভাই-বোন। আপনি দরিদ্র ভাই-বোন ছেড়ে যদি বন্ধুর পিছনে অর্থ খরচ করেন আপনার সম্পদে বরকত হবে না। পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে বিদেশে পরিবারসহ দিন কাটান আল্লাহ্‌র ওয়াদা অনুযায়ী এই অপরাধের শাস্তি আপনাকে দুনিয়াতেই দিবেন।

ছহীহ আক্বীদার অনুসারী অনেক ভাই প্রশ্ন করেন, আমার ভাই বিদ'আতী, আমার পিতা পীরপূজারী আমি কি তার সাথে ভালো ব্যবহার করব? তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। জবাবে বলব, তারা আপনার সাথে যতই সম্পর্ক ছিন্ন করুক, যতক্ষণ জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে কোনো সমস্যা হচ্ছে না, ততক্ষণ পিতা-মাতা ও ভাই-বোনের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে। শুধু বিদ'আতী কেন; যদি মুশরিক হয়, বিধর্মী হয় তবুও। এটাই রাসূল ﷺ -এর নির্দেশ। যে তার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় করতে পারে না সে আবার আল্লাহ্‌র ইবাদত কেমনে করবে! এমনকি আপনার পিতা-মাতা তাদের ভুলবশত আপনাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। বহুদিন পর আজ তারা বৃদ্ধ। দেখার কেউ নাই। আপনার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সবকিছু ভুলে সর্বাগ্রে তাদের দেখাশোনা করা। সুতরাং আজই সংশোধন হৌন!

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

▶ **আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা :**

বাহ্যিক দৃষ্টিতে দান করলে মনে হয় সম্পদ কমে যায়। কিন্তু মহান আল্লাহ্র ওয়াদা হচ্ছে সম্পদ বাড়ে। দুনিয়াতে এই রকম কোনো নযীর নাই যে, দান করে কেউ ফক্বীর হয়েছে। কিন্তু এই রকম হাজারো নযীর আছে সূদী অর্থনীতির জোরে কয়েক বছর হয়তো ধনী ছিল তারপর ঘর-বাড়ি, জমি-জায়গা পর্যন্ত থাকেনি। দেউলিয়া হয়ে গেছে।

কেননা মহান আল্লাহ বলেন,

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

'মহান আল্লাহ সূদকে ধ্বংস করেন এবং দানকে বাড়িয়ে দেন' (বাক্বারাহ, ২৭৬)।

তিনি আরও বলেন,

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

'বলো, নিশ্চয় আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক্ব প্রশস্ত করেন এবং সঙ্কুচিত করেন। আর তোমরা যা কিছু আল্লাহ্র জন্য ব্যয় কর, তিনি তার বিনিময় দেবেন এবং তিনিই উত্তম রিযিক্বদাতা' (সাবা,৩৯)।

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ - وَقَالَ - يَدُ اللهِ مَلأَى لاَ تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ - وَقَالَ - أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ ».

'হে আদম সন্তান! তুমি খরচ করো। আমি তোমার উপর খরচ করব। তারপর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মহান আল্লাহ্র হাত পরিপূর্ণ, খরচ করলেও তা কমে না। তিনি রাতে ও দিনে বেহিসাব অর্থ খরচকারী। তিনি আরও বলেন, তোমরা কি মনে করো, যখন থেকে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন তখন থেকে তিনি খরচ করছেন তার হাতে যা আছে তা বিন্দুমাত্র কমেনি' *(বুখারী, হা/৪৬৮৪; মুসলিম, হা/২৩৫৫)*।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, 'একদা এক ব্যক্তি কোনো এক জঙ্গলে ভ্রমণ করছিলেন। এমতাবস্থায় হঠাৎ মেঘখণ্ড হতে তিনি এ আওয়ায শুনতে পেলেন যে, অমুকের বাগানে পানি দাও। সঙ্গে সঙ্গে ঐ মেঘখণ্ডটি একদিকে যেতে লাগল। অতঃপর এক প্রস্তর পূর্ণ ভূমিতে বারিপাত করল। ঐ স্থানের নালাসমূহের একটি নালা ঐ পানিতে সম্পূর্ণরূপে ভরে গেল। তখন সে লোকটি পানির অনুসরণ করে চলল।

যেতে যেতে সে এক ব্যক্তিকে তার বাগানে দণ্ডায়মান অবস্থায় কোদাল দিয়ে পানি ফিরাচ্ছে দেখতে পেল। এ দেখে সে তাকে বলল, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তোমার নাম কী? সে বলল, আমার নাম অমুক, যা সে মেঘখণ্ডের মাঝে শুনতে পেয়েছিল।

অতঃপর বাগানের মালিক তাকে প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি আমার নাম জিজ্ঞেস করলে কেন? জবাবে সে বলল, যে মেঘের এই পানি সেই মেঘের মাঝে আমি একটা আওয়ায শুনতে পাই, তোমার নাম নিয়ে বলছে যে, অমুকের বাগানে পানি দাও। অতঃপর বলল, তুমি এ (বাগানের ব্যাপারে) কী আমল করো? মালিক বলল, যেহেতু তুমি জিজ্ঞেস করছো, (তাই বলছি) আমি এ বাগানের উৎপাদিত ফসলের প্রতি লক্ষ করি। অতঃপর এর এক-তৃতীয়াংশ ছাদাক্বাহ করি, এক-তৃতীয়াংশ আমি ও আমার পরিবার-পরিজন আহার করি এবং এক-তৃতীয়াংশ এতে ফিরিয়ে দিই (চাষাবাদ ও বাগানের উন্নয়নের কাজে ব্যয় করি)' *(মুসলিম, হা/৭৬৬৪)*।

সুতরাং এটা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, মহান আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করলে তিনি তার প্রতিদান দিবেন। ধন-সম্পদ বাড়িয়ে দিবেন। ইনশাআল্লাহ।

▶ বার বার হজ্জ-ওমরা করা :

হজ্জ ও ওমরা পাপ মোচনের পাশাপাশি হজ্জকারী ও ওমরাকারীর অভাব-অনটন দূর করে এবং তার সম্পদ বাড়িয়ে দেয়। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ».

'তোমরা হজ্জ ও ওমরা পর পর করো! কেননা তা অভাব ও গুনাহ দূর করে দেয়, যেমন দূর করে দেয় কামারের হাপর লোহা, সোনা ও রূপার ময়লাকে' *(তিরমিযী, হা/৮১৫; নাসাঈ, হা/২৬৩১)*।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

▶ দুর্বল ও বিপদগ্রস্তের প্রতি সদয় হওয়া :

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

« وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ واللهُ فِي عَونِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَونِ أَخِيهِ ».

'আর যে ব্যক্তি কোনো দরিদ্র ব্যক্তির সাথে সহজ আচরণ করে মহান আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার সাথে সহজ আচরণ করবেন। বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সহযোগিতায় মহান আল্লাহ ততক্ষণ বান্দার সহযোগিতায়' *(আবুদাউদ, হা/৪৯৪৮)*।

মনে করেন আপনি ব্যবসায়ী। একজন দরিদ্র ব্যক্তি দামে একটু ছাড় চাচ্ছে বা কেউ আপনার নিকট ধার নিয়েছিল দিতে পারছে না, আপনি দয়াপরবশ হয়ে তাকে ছাড় দিলে মহান আল্লাহও আপনার সাথে অনুরূপ ব্যবহার দুনিয়া ও আখিরাতে করবেন। এটাই সহজ আচরণ। এ ছাড়া দুঃস্থ-দরিদ্র ও বিপদগ্রস্তদের সহযোগিতা করলে মহান আল্লাহও আপনাকে সহযোগিতা করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

« هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ ».

'তোমাদের মধ্যে থাকা দুর্বলদের কারণে কেবল তোমাদের সাহায্য করা হয় এবং রিযিক্ব প্রদান করা হয়' *(বুখারী, হা/২৮৯৬)*।

যদি দুঃস্থ-দরিদ্র না থাকত, পাখ-পাখালি ও নিরীহ পশু না থাকত, তাহলে আসমান বৃষ্টি বর্ষণ করা বন্ধ করে দিত। জমি ফসল উৎপাদন করা বন্ধ করে দিত। হতদরিদ্র মানুষ ও নিরীহ জীবজন্তু আছে বলেই আমরা রিযিক্ব পাই। তাই তাদের পিছনে ব্যয় করলে মহান আল্লাহ রিযিক্ব আরও বেশি করে দিবেন।

▶ ইবাদতের জন্য সময় বের করা :

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

« إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِلاَّ تَفْعَلْ مَلأْتُ يَدَيْكَ شُغْلاً وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ ».

'আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য তুমি সময় বের করো, আমি তোমার অন্তরকে প্রাচুর্য দিয়ে ভরে দিব এবং তোমার দারিদ্র ঘুচিয়ে দিব। আর যদি তা না করো, তবে তোমার হাত ব্যস্ততায় ভরে দিব এবং তোমার

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

অভাব দূর করব না' *(তিরমিযী, হা/২৬৫৪; মুসনাদে আহমাদ, হা/৮৬৮১; ইবনে মাজাহ, হা/৪১০৭)*।

উক্ত হাদীছে মহান আল্লাহ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। তাঁর ইবাদতের জন্য সময় বের না করলে তিনি কোনো দিন দরিদ্রতা দূর করবেন না। আর আল্লাহ্র সাথে লড়াই করে দরিদ্রতা ঘুচানোর সাধ্য কারও নাই। আপনি ১ লক্ষ টাকা ইনকাম করেন। কীভাবে আপনার ১ লক্ষ টাকাই খরচ হয়ে যাবে আপনি বুঝতেই পারবেন না। তখন মনে হবে আরও টাকার দরকার। আরও ইনকাম করবেন। আল্লাহ কীভাবে নিয়ে নিবেন বুঝতেই পারবেন না। যত টাকাই ইনকাম করেন না কেন, আপনার প্রয়োজন কোনো দিন শেষ হবে না। অভাবও কোনো দিন দূর হবে না। এটা আল্লাহ্র চ্যালেঞ্জ। চাহে আপনি দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিই হন না কেন। আর যদি আল্লাহ্র জন্য সময় বের করেন, তিনি অল্প টাকাতেই আপনার অভাব দূর করে দিবেন। অন্তরে প্রাচুর্য দিবেন। শান্তিতে থাকবেন।

সুতরাং আল্লাহ্র সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া বোকামি বৈ কিছুই নয়। তাঁর জন্য সময় বের করুন। তিনি আপনার অভাব দূর করে দিবেন। এটা তাঁর ওয়াদা। আর আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

▶ আল্লাহ্র নে'মতের শুকরিয়া আদায় করা :

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

'আর যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, 'যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব। আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয় আমার আযাব বড় কঠিন' (ইবরাহীম, ৭)।

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন, শুকরিয়া আদায় করলে তিনি আরও বাড়িয়ে দিবেন। সত্যি বলতে কী, আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতের শুকরিয়া আদায় করতে পারাটাও একটা নে'মত। যাদের শুকরিয়া আদায় করার ভাগ্য হয় না তারা বড়ই হতভাগা। মন থেকে আল-হামদুলিল্লাহ বলুন। শুকরিয়া আদায় করুন। অনেক ভালো থাকবেন ইনশাআল্লাহ।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

▶ বিয়ে ও সন্তান বেশি হওয়া :

আপনি ব্যাচেলর। আপনার জন্মের আগেই মহান আল্লাহ আপনার রিযিক্ব লিখেছিলেন। আপনার টিউশনি, চাকরি-বাকরির মাধ্যমে যা-ই অর্জন করেন না কেন, সেটা আপনার রিযিক্ব। যতই চেষ্টা করেন না, নিজের রিযিক্বের সীমা অতিক্রম করতে পারবেন না। বিয়ে করলেন, বউ আপনার ঘরে আসল। তার জন্মেরও আগে মহান আল্লাহ তার রিযিক্ব লিখেছেন। বিয়ের মাধ্যমে আপনি তার রিযিক্বের যিম্মাদারী নিয়েছেন। তার রিযিক্ব আপনার হাত দিয়ে আসবে। অটোমেটিক আপনার ইনকাম বাড়বে। ইনকামে বরকত হবে। কেননা আপনার স্ত্রীর রিযিক্ব আপনার হাতে আল্লাহ দিবেনই দিবেন। আর স্ত্রী যদি সৌভাগ্যবতী হয় তাহলে তো কথাই নাই। তার ভাগ্যের সাথে সাথে আপনার জীবনও বদলে যাবে। বিপ্লব আসবে জীবনে। যখন আপনার সন্তান হবে তখন সে তার জন্য লিখিত রিযিক্ব নিয়ে দুনিয়াতে আসবে। সেই রিযিক্ব আপনার হাত দিয়ে আসবে। মহান আল্লাহ দিবেন। আপনার ধন-সম্পদ আরও বাড়বে। বরকত হবে। আর যদি সন্তান সৎ ও ভাগ্যবান হয়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। এভাবে চক্রহারে যতজনের যিম্মাদারী নিবেন মহান আল্লাহ ততজনের রিযিক্ব আপনাকে দিবেন।

আজকাল মানুষের দুনিয়ার প্রাচুর্য ও বিলাসের প্রতি আসক্তি অনেক বেশি বেড়েছে। তারা 'প্রচুর অর্থ নেই' এ যুক্তিতে প্রয়োজন সত্ত্বেও বিয়ে বিলম্বিত করার পক্ষে রায় দেন। তাদের কাছে আশ্চর্য লাগতে পারে এ কথা জেনে যে, বিয়ের মাধ্যমেও মানুষের দরিদ্রতা দূর হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

'আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস-দাসীদের বিবাহ দাও। তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী' (নূর, ৩২)।

আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বলেছেন, 'পবিত্রতার জন্য বিবাহকারী ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ্‌র দায়িত্ব' *(তিরমিযী, হা/১৬৫৫)*।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ

'তোমরা তোমাদের সন্তানগণকে হত্যা করো না! আমরা তাদেরকে রিযিক্ব দিই এবং তোমাদেরও রিযিক্ব দিই' (ইসরা, ৩১)।

যে সন্তান আপনি জন্ম দেন, নিজেকে আপনি তার মালিক মনে করেন। ভুল তো এখানেই। ভাবখানা এমন আপনি তার সৃষ্টিকর্তা। এই ভ্রান্ত চিন্তা থেকে নিজেকে বের করুন। শুধু আপনার সন্তান কেন, আপনারও রিযিক্ব মহান আল্লাহ দেন। তিনি তো আপনারও সৃষ্টিকর্তা। এই দুনিয়া কীভাবে চালাতে হবে, এটা তিনিই ভালো জানেন। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নামে মহান আল্লাহ্‌র সাথে মাতাব্বরী করার ফল চিরদিন অকল্যাণকর। তাঁর পৃথিবী, তাঁর আসমানের ছায়ায়, তাঁর সূর্যের আলোতে, তাঁর দেওয়া অক্সিজেন নিয়ে বেঁচে থেকে আপনি তাঁর নিয়ন্ত্রণের উপর হস্তক্ষেপ করেন কোন দুঃসাহসে? তাঁর সৃষ্টিজীবকে রূযীর ভয়ে হত্যা করেন কোন স্পর্ধায়?

এর চেয়ে অন্যায়, বর্বর ও জঘন্য কাজ কিছুই হতে পারে না। ওভার পপুলেশন, ঘনবসতি প্রভৃতি এগুলো সব উদ্ভট কথাবার্তা। সারা দুনিয়ার সাড়ে ছয়শ' কোটি মানুষকে যদি শুধু রাশিয়া ও কানাডায় স্থানান্তর করা হয়, সবার জন্য থাকার জায়গা হবে। সারা দুনিয়ার হাজার বর্গ মাইল জমি ফাঁকা পড়ে থাকবে। বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের ৩২ কোটি হাত যদি কাজে লাগানো যায় তাহলে এত জনসংখ্যা অভিশাপ নয়; আশীর্বাদে রূপ নিবে। সারা দুনিয়াকে পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। শুধু কাজের নিশ্চয়তা চাই। নিজেরা দুর্নীতি করে দেশের বারোটা বাজাবেন আর দোষ দিবেন জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে। নাচতে না জানলে উঠান তো বাঁকা হবেই।

▶ দ্বীনী শিক্ষা অর্জনকারীদের পিছনে খরচ করা :

যারা নিজেদের জীবনকে কুরআন ও হাদীছের জ্ঞানের জন্য ওয়াক্বফ করে দিয়েছে তারা মহান আল্লাহ্‌র অনেক প্রিয়। তাদের জন্য পিঁপড়া থেকে শুরু করে পানির পেটে মাছ পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে। ফেরেশতাগণ তাদের পায়ের নিচে পর বিছিয়ে দেয়। তাদের পিছনে খরচ করা তাদেরকে ভালোবাসা আল্লাহ্‌র ভালোবাসা পাওয়ার অন্যতম একটি মাধ্যম।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ فَشَكَى الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ « لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ ».

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

রিযিক্ব

আনাস বিন মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ -এর যুগে দুইজন ভাই ছিল। তাদের একজন দ্বীন শিক্ষার জন্য রাসূল ﷺ -এর নিকট আসত অন্যজন উপার্জন করত। পেশাজীবী ভাই রাসূল ﷺ -এর নিকট তার ভাই সর্ম্পকে অভিযোগ করল। আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বললেন, 'তোমাকে তো এর কারণেই রিযিক্ব দেওয়া হয়' *(সিলসিলা ছহীহাহ, হা/২৭৬৯)*।

এক পরিবারে দুই ভাই। পরিবারটি দরিদ্র। একসাথে কাজ করলে উপার্জন অনেক বাড়ত। সেখানে এক ভাই কাজ করছে আরেক ভাই কুরআন ও হাদীছ শিখছে। এতে অর্থনৈতিকভাবে পরিবারের লস। মাদরাসার ভাই কাজ তো করেই না; উপরন্তু তার খাওয়া খরচ ও পড়ার খরচ বহন করতে হয়। আবার এমন পড়া, যে পড়া দিয়ে দুনিয়া উপার্জন করা যায় না।

ভাইয়ের মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ এই জাতীয় ভাইদের লক্ষ্য করে বলছেন, তোমাদেরকে রিযিক্ব দেওয়া হয় মাদরাসা পড়ুয়া এই ভাইয়ের পিছনে খরচ করার জন্য। তথা মাদরাসার এই ছাত্রের পিছনে খরচ করা বন্ধ করে দিলে তোমাদের রিযিক্বের প্রশস্ততাও বন্ধ হয়ে যাবে।

আমি এই রকম একটা ঘটনা জানি। এক বাড়ি থেকে একজন মাদরাসার ছাত্র তিন বেলা খাবার নিয়ে যেত। যতদিন ছাত্রটি খাবার নিয়ে গেছে ততদিন বাড়িতে কোনো অর্থনৈতিক সংকট, ব্যবসায় লস বা বড় ধরনের বিপদ-আপদ কিছুই ঘটেনি। কিন্তু যেদিন থেকে ছাত্রটির খাবার বন্ধ করে দেওয়া হলো, সেদিন থেকে ঐ পরিবারের উপর থেকে রহমত-বরকত উঠে গেল। ব্যবসায় লস, একটার পর একটা বিপদ-আপদ লেগেই থাকে। তাই মাদরাসার ছাত্ররা আমাদের জন্য বোঝা নয় বরং আশীবাদ। আমি তো মনে করি বাংলাদেশে ভূমিকম্প হলেও তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে না শুধুমাত্র হাজার হাজার মাদরাসার কুরআন তেলাওয়াত ও হাদীছের দারসের কারণে। তাই মাদরাসার ছাত্রদের অবহেলার চোখে দেখবেন না। আপনার বিন্দুমাত্র অবহেলা বা নিরীহ মনে করে তাদের সাথে খারাপ আচরণের কারণে আপনি মহান আল্লাহ্‌র গযবের শিকার হবেন। মহান আল্লাহ্‌র ফেরেশতা তাদের সম্মানে তাদের পায়ের নিচে পর বিছিয়ে দেয়।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

কী করলে রূযী কমে?

আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মুফতী সাঈদ আহমাদ পালানপুরী বলেছিলেন, কোনো পরিবারের প্রতি মহান আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় নে'মত হচ্ছে দুইটি। ইল্‌ম ও ধন-সম্পদ। দুঃখজনক হলেও সত্যি, বংশ পরম্পরায় এই নে'মত দুটি ধরে রাখতে প্রায় পরিবারই ব্যর্থ। অথচ একটু সচেতনতা একটু সর্তক দৃষ্টিই পারত যুগ যুগ ধরে পরিবারে মহান আল্লাহ প্রদত্ত এই নে'মত ধরে রাখতে। প্রতিটি পরিবারেরই উচিত তাদের পরিবারে ধন-সম্পদ আসলে তার বরকত ধরে রাখা। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের জ্ঞান আসলে বংশ পরম্পরায় তা ধরে রাখা। আর দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন কাজ এটাই। একটু ভুলেই গুনতে হতে পারে বিরাট মাশুল। কবি নজরুল বলেন,

> "এ-কূল ভাঙে ও-কূল গড়ে এই তো নদীর খেলা।
> সকাল বেলা আমির, রে ভাই ফকির, সন্ধ্যাবেলা।"

নিম্নে ধন-সম্পদ কমে যাওয়ার কিছু কারণ আলোচনা করা হলো :

▶ গুনাহ :

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-জাওয়াবুল কাফী'-এর মধ্যে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। যার সারমর্ম হচ্ছে, 'নিশ্চয় গুনাহ মানুষের বয়স, রিযিক্ব, জ্ঞান, আমল ও আল্লাহ্‌র আনুগত্যের বরকত কমিয়ে দেয়।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

রিযিক্ব

এক বাক্যে বললে বলা যায়, গুনাহ মানুষের দ্বীন ও দুনিয়ার সকল কিছুর বরকত কমিয়ে দেয়। এই জন্যই যারা মহান আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে আপনি তাদের জীবনে, দ্বীনে ও দুনিয়ায় সামান্য পরিমাণ বরকতও দেখতে পাবেন না। আর যমীন থেকে যতটুকু বরকত উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে তা মানুষের গুনাহের কারণেই উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন,

'জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনতো এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করতো, তবে আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দ্বার খুলে দিতাম' (আ'রাফ, ৯৬)।

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

'আর তারা যদি সঠিক পথে অবিচল থাকত তাহলে আমি তাদের প্রচুর পরিমাণে পানি পান করাতাম' (জিন, ১৬)।

নিশ্চয় মানুষ তার পাপের কারণে রিযিক্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। হাদীছে এসেছে, 'নিশ্চয় জিবরীল আমার অন্তরে ইলহাম করেছেন, কোনো আত্মা ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে না, যতক্ষণ না তার রিযিক্ব সে পূর্ণ করে। অতএব আল্লাহকে ভয় করো এবং সুন্দরভাবে রিযিক্ব অনুসন্ধান করো! কেননা মহান আল্লাহ্‌র নিকট যা রয়েছে তা তার আনুগত্য ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয়'।

মহান আল্লাহ সুখ-শান্তিকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন তাঁর সন্তুষ্টি ও তাঁর আস্থা অর্জনের মধ্যে। অপরপক্ষে মহান আল্লাহ দুঃখ-কষ্টকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন তাঁর অসন্তুষ্টির মধ্যে। যেমন ইমাম আহমাদ তার কিতাবু যুহদে একটি আছার এনেছেন যাতে বলা হয়েছে, 'আমিই আল্লাহ! আমি যখন রাযী থাকি তখন বরকত দিই, আর যখন রাগান্বিত হই তখন অভিশাপ দিই। আর আমার অভিশাপ অধস্তন সাত পুরুষ পর্যন্ত ধরে ফেলে'।

নিশ্চয় মহান আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা জীবন ও রূযী থেকে বরকত কমে যাওয়ার কারণ। কেননা যারা মহান আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করে তাদের দায়িত্ব থাকে শয়তানের উপর। শয়তানই তাদের উপর রাজত্ব করে। সুতরাং প্রত্যেক যা কিছু শয়তানের সাথে সম্পৃক্ত তাতে বরকত থাকে না।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

এই জন্যই তো ইসলামী শরী'আতে খাওয়া, পান করা, পরিধান করা, আরোহন করা, এমনকি স্ত্রী সহবাসের পূর্বেও মহান আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করতে হয়। কেননা মহান আল্লাহ্‌র নাম শয়তানকে তাড়িয়ে দেয়, যার ফলে বরকত লাভ করা যায়। আর প্রত্যেক যে কাজে মহান আল্লাহ্‌র নাম থাকে না, তাতে বরকত থাকে না। কেননা যাবতীয় বরকতের একমাত্র উৎস মহান আল্লাহ। প্রত্যেক যা তাঁর সাথে সম্পৃক্ত তা বরকতময়। তাঁর বাণী কুরআন বরকতময়। তাঁর রাসূল বরকতময়। তাঁর ঘর কা'বা বরকতময়। সুতরাং তিনি এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক ব্যতীত কোনো বরকত নাই। তাঁর সাথে সম্পৃক্ত মানে ইবাদত ও আনুগত্যের সম্পর্ক। সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টিজীবের সম্পর্ক নয়। কেননা এই সম্পর্ক ইবলীসের সাথেও আছে তবুও সে অভিশপ্ত। কেননা সে মহান আল্লাহ্‌র সৃষ্টিজীব হলেও মহান আল্লাহ্‌র সাথে তার কোনো ইবাদত ও আনুগত্যের সম্পর্ক নাই। সুতরাং প্রত্যেক যে ব্যক্তি ইবাদত ও আনুগত্য দিয়ে আল্লাহ্‌র যত নিকটে যেতে পারবে, সে বরকত তত বেশি পাবে। আর যে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা দিয়ে আল্লাহ থেকে যত দূরে চলে যাবে, সে বরকত তত কম পাবে।

মহান আল্লাহ তাঁর শত্রু ইবলীসকে অভিশাপ দিয়েছেন এবং ইবলীসকে তাঁর নিকট থেকে সবচেয়ে দূরে করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ইবলীসের রাস্তা যত বেশি অবলম্বন করবে, সে মহান আল্লাহ থেকে তত বেশি দূরে চলে যাবে *(ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃ. ৮৫)*।

▶ পিতা-মাতার অবাধ্যতা :

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ « مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ ».

আবু বাকরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পৃথিবীতে দুটি পাপ এমন রয়েছে যার পরকালে জমা রাখা শাস্তির পাশাপাশি দুনিয়াতেও শাস্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। আর তা হলো, যিনা ও পিতা-মাতার অবাধ্যতা' *(আবু দাউদ, হা/৪৯০২; তিরমিযী, হা/২৫১১)*।

পিতা-মাতার খিদমতে যেমন রিযিক্ব বাড়ে ঠিক তেমন পিতা-মাতার অবাধ্যতায় রিযিক্ব কমে যায়। পিতা-মাতাকে কষ্ট দিলে তাদের মুখ থেকে যে 'উহ্' শব্দ বের হয়, তারা মুখ বুজে তাদের বুকে পাথর চাপা দিয়ে যে কষ্টকে লুকিয়ে রাখেন, সেই কষ্ট ও উহ্ শব্দই সরাসরি আরশে পৌছে যায়।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

এমনকি অতি পরহেযগার অতি ইবাদতগুযার হওয়ার পরও শুধুমাত্র পিতা-মাতার অন্তর থেকে বের হওয়া বদদু'আর কারণে আপনার জীবন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। যার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বনী ইসরাঈলের জুরাইজের ঘটনা। জুরাইজ অনেক ইবাদতগুযার ও পরহেযগার ব্যক্তি ছিল। তার গীর্জায় বসে সে আল্লাহ্র ইবাদতে মগ্ন থাকত। তার মা তাকে পরপর তিন দিন ডাকতে এসে তাকে ছালাতরত অবস্থায় পায়। সে মায়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে নিজের ছালাতেই মগ্ন থাকে।

তখন তার মা বদদু'আ করে বলে, 'হে আল্লাহ তার মৃত্যু দিয়ো না যতক্ষণ না সে পতিতালয়ের মহিলার মুখ না দেখে'। অতঃপর পতিতালয়ের একজন সুন্দরী মহিলা জুরাইজকে এসে খারাপ কাজের প্রস্তাব দেয়। জুরাইজ তাতে রাজী নাহলে সে পাশের একজন রাখালকে নিজের মায়ার জালে আটকে তার সাথে যিনায় লিপ্ত হয়। যখন তার বাচ্চা প্রসব হয় তখন সে বলে, এই বাচ্চা জুরাইজের। তার এই মন্তব্য শুনে মানুষজন ক্ষিপ্ত হয়ে জুরাইজের ইবাদতঘর ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। জুরাইজ তাদের জিজ্ঞেস করে কী কাহিনী? তারা বলে, তুমি এই মেয়ের সাথে যিনা করে এই বাচ্চার জন্ম দিয়েছ। জুরাইজ বলল, বাচ্চাটি কোথায়? বাচ্চাটিকে আনা হলে জুরাইজ ছালাতের জন্য সময় চাইল। অতঃপর ছালাত আদায় করে এসে সে বাচ্চাটির পেটে আঘাত দিয়ে বলল, এই বাচ্চা বলো, তোমার পিতা কে? বাচ্চাটি বলল, উমুক রাখাল। জনগণ তখন জুরাইজের কাছে ক্ষমা চেয়ে পুনরায় তাকে তার ইবাদতঘর স্বর্ণ দিয়ে তৈরি করে দিতে চাইল' *(ছহীহ বুখারী, হা/১২০৬; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৫০)*।

উক্ত ঘটনায় প্রমাণিত হয়, অতি পরহেযগার হওয়ার পরও বাপ-মায়ের বদদু'আ কাজে লেগে যায়। তাই দুনিয়াবী শান্তি, সম্মান ও ধন-সম্পদে বরকতের জন্য পিতা-মাতার সন্তুষ্টি ও দু'আর কোনো বিকল্প নাই।

▶ যিনা :

যে সমস্ত পাপে রিযিক্ব কমে যায় বা রিযিক্বে বরকত থাকে না তার মধ্যে অন্যতম পাপ হচ্ছে যিনা। যেমনটা পূর্বের হাদীছে আমরা দেখেছি। যিনা মহা অপরাধ, যা মহান আল্লাহকে রাগান্বিত করে দেয়। মহান আল্লাহ্র আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে যখন তার কোনো বান্দা বা বান্দী যিনায় লিপ্ত হয়। মহান আল্লাহ সবচেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সত্তা। যিনার ফলে মানুষের হক্ব নষ্ট করা হয়। নবজাতকের হক্ব নষ্ট করা হয়। পরিবারকে ধ্বংস করা হয়। সমাজকে কলুষিত করা হয়। এই জন্য প্রায় হাদীছেই রাসূল ﷺ বড় মহাপাপগুলোর মধ্যে যিনাকে গণ্য করেছেন।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

রিযিক্ব

মহান আল্লাহ যিনার শাস্তি দুনিয়াতেই দিয়ে থাকেন। এমনকি তিনি বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়কে গযব দিয়ে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন যিনা-ব্যভিচারের মহামারীর কারণে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: « يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا. وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ، إِلَّا جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ ».

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাজিরদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'পাঁচটি মন্দ কাজ এমন আছে যদি তোমরা তাতে জড়িয়ে পড়ো বা তা তোমাদের মধ্যে বাসা বাঁধে, তবে খুবই খারাপ পরিণতির সম্মুখীন হবে। আমি আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, যেন এ পাঁচটি মন্দ কাজ তোমাদের মধ্যে জন্ম না নেয়।

(ক) ব্যভিচার যদি কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে তাদের মধ্যে এমন এমন রোগ দেখা দেবে, যা আগে ছিল না।

(খ) 'মাপে কম দেওয়া'। এ মন্দ কাজ যদি কোনো জাতির মধ্যে জন্ম নেয়, তবে তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তারা অত্যাচারী শাসকের শিকারে পরিণত হয়।

(গ) 'যাকাত না দেওয়া'। এ মন্দ কাজ যাদের মধ্যে দেখা দেয়, তাদের ওপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হয়ে যায়। যদি সে অঞ্চলে পশু বা পাখি না থাকত, তবে আদৌ বৃষ্টি হত না।

(ঘ) 'আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা'। এ মন্দ কাজ যখন সমাজে দেখা দেয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর অমুসলিমদের আধিপত্য চাপিয়ে দেন। আধিপত্যবাদীরা তখন মুসলমানদের সহায়-সম্পদ কেড়ে নেয়।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

(ঙ) 'কিতাব অনুযায়ী শাসনকার্য না চালানো'। যদি মুসলমান শাসকরা আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী শাসনকার্য না চালায়, তবে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম সমাজে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে দেন।

তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পর লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে এবং সমাজে সন্ত্রাস ও খুন-খারাবি শুরু হয়ে যায়' *(বায়হাক্বী, ইবনে মাজাহ, হা/৪০১৯)*। বনী ইসরাঈলের কিছু বর্ণনা আছে যাতে বলা হয়েছে,

اللهُ مُهْلِكُ الطُّغَاةِ وَمُفْقِرُ الزُّنَاةِ.

'মহান আল্লাহ হচ্ছেন অহংকারীদের ধ্বংসকারী ও যিনাকারীদের ফক্বীরকারী'। তথা মহান আল্লাহ্র এটা বৈশিষ্ট্য যে, তিনি অহংকারীদের ধ্বংস করে দেন এবং যিনাকারীদের দরিদ্র ও ফক্বীর করে দেন।

▶ সূদ:

পৃথিবীতে সম্পদ কমার অন্যতম কারণ হচ্ছে সূদ। সূদের কারণে অবশ্যই সম্পদ কমবে। সূদ গ্রহণ করলে ফক্বীর হতেই হবে। আজ হোক অথবা কাল হোক।

সূদ গ্রহীতা নিজে ফক্বীর হোক অথবা তার সন্তান-সন্ততি বা তার পৌত্র-প্রপৌত্র কোনো না কোনো এক জেনারেশন সূদের কারণে আল্লাহ্র গযবে ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে ফক্বীর হতে বাধ্য হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

'মহান আল্লাহ সূদকে ধ্বংস করে দেন এবং দানকে বাড়িয়ে দেন। আর মহান আল্লাহ কোনো নাফরমান পাপিষ্ঠকে ভালোবাসেন না' (বাক্বারাহ, ২৭৬)।

তিনি আরও বলেন,

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ

'তোমরা যদি সূদ পরিহার না কর, তাহলে মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও' (বাক্বারাহ, ২৭৯)।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

▶ **অপচয় :**

আপনি অন্য কারও টাকায় জীবনযাপন করেন। ছাত্র মানুষ। স্বভাবতই আপনাকে হিসাব করে চলতে হয়। অপচয় করার কোনো সুযোগ থাকে না। কিন্তু নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে টাকা বেশি হলেই কেন অপচয় করা শুরু করেন? আপনি কি ভুলে যান, আপনার মানিব্যাগে যে টাকা আছে সে টাকা মহান আল্লাহ্‌র? আপনার ব্যাংকে যে টাকা আছে সে টাকার মূল মালিক মহান আল্লাহ। তিনি আপনাকে দয়া করে দিয়েছেন। এটাও অন্যের দেওয়া টাকা। তাই হিসাব করে খরচ করুন! অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় খরচ মহান আল্লাহ্‌র ক্রোধের কারণ। তিনি বলেন,

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

'আর অপচয় করো না! নিশ্চয় অপচয়কারী শয়তানের ভাই' (ইসরা, ২৬-২৭)।

তিনি আরও বলেন,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

'তোমরা খাও এবং পান করো! অপচয় করো না! নিশ্চয় মহান আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না' (আ'রাফ, ৩১)।

মহান আল্লাহ উক্ত দুটি আয়াতে অপচয়ের জন্য দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। প্রথম আয়াতে 'তাবযীর' ও দ্বিতীয় আয়াতে 'ইসরাফ'। আপনি শপিংয়ে গেছেন। আপনার একটি শার্টের প্রয়োজন। আপনি একটি শার্টের পরিবর্তে ২০টি শার্ট কিনলেন কেবলমাত্র আপনার সামর্থ্য আছে বলে। অবশ্যই শার্ট আপনার কাজে লাগবে, আপনি সেগুলো পরতে পারবেন, ব্যবহার করতে পারবেন, তাই বলে ২০টি! প্রয়োজনের অতিরিক্ত এই খরচকে বলে 'ইসরাফ'।

অন্যদিকে আপনি এমন কিছু কিনছেন যার কোনো প্রয়োজন নাই। কোনো কাজেই লাগবে না। যেমন স্বর্ণের পুতুল, মার্বেল পাথরের হরিণ। শুধু শোকেজে সাজিয়ে রাখার জন্য এগুলো কিনেছেন। এগুলো আপনার কোনো কাজেই আসবে না। ভিডিও গেম, হিন্দুদের পূজার মণ্ডপ সাজানো, হোলিতে রং ছিটানো, দিওয়ালীতে আলোকসজ্জা, হাজার হাজার টাকার পটকা ফুটানো, শহীদ মিনার সাজানো, শহীদ মিনারে লক্ষ-কোটি টাকার ফুল দেওয়া, রাস্তা-ঘাটে মূর্তি গড়ে তোলা সবই অনর্থক খরচের

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

অন্তর্ভুক্ত। এটাকেই বলে তাবযীর। তাবযীরকারীকে মহান আল্লাহ শয়তানের ভাই বলেছেন। কেননা এই টাকা আপনি এই কাজে খরচ না করে গরীব-দুঃখী আত্মীয়-স্বজনকে দিতে পারতেন। তাদেরকে না দিয়ে অনর্থক কাজে ব্যয় করে আপনি তাদের হক্ব নষ্ট করলেন। হয়তো আপনার টাকাটা পেলে কত মানুষের কত সন্ধ্যার খাবারের ব্যবস্থা হত, কত মানুষ নতুন জীবন ফিরে পেত তার ইয়ত্তা নাই। আপনি সবদিক থেকে শয়তানকে খুশি করলেন। এই জন্য মহান আল্লাহ সরাসরি শয়তানের ভাই বলেছেন।

▶ নে'মতের অবমূল্যায়ন :

আপনি কোনো ধনী ব্যক্তিকে আপনার সাধ্য অনুযায়ী কিছু উপহার দিলেন। উপহারটা কম দামী দেখে তিনি তা ফেলে দিলেন। আপনার কেমন লাগবে? আপনার সন্তানের হাত থেকে একটা চকলেট পড়ে গেল।

আপনি বড়লোকি ভাব দেখিয়ে চকলেটটি উঠালেন না। সন্তান উঠাতে গেলেও নিষেধ করলেন। আপনি কি জানেন, এই একটা চকলেট ক্রয় করার সাধ্য আপনার ছিল না যদি মহান আল্লাহ না চাইতেন। তাঁর দয়াতেই আপনি এই চকলেটটি আপনার সন্তানের জন্য কিনতে পেরেছেন। দুনিয়াতে এই রকম লাখো মানুষ আছে যাদের কাছে এই একটি চকলেটই জীবন বাঁচানোর সম্বল হতে পারত। সিরিয়া যান! অতদূর যাওয়ার দরকার নাই, ঘরের পাশের রোহিঙ্গাদের কাছে যান! তাও সাধ্য না হলে ঢাকার ডাস্টবিন ও ফুটপাথগুলোতে দৃষ্টি দিন! আপনাদের ফেলা জিনিসগুলো একদল মানুষ কুকুরের সাথে মিলে অনুসন্ধান করছে। হায়! নে'মতের অবমূল্যায়ন করা মূলত অকৃতজ্ঞতা। অকৃতজ্ঞতা এক প্রকার অহংকার। রাসূল ﷺ বলেন,

« فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ ».

'যদি তোমাদের কারও নিকট থেকে লোক্বমা পড়ে যায় তাহলে সে যেন লোক্বমাতে লেগে থাকা ময়লা দূর করত তা খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য না ছাড়ে। যখন তোমাদের কেউ খাওয়া থেকে ফারেগ হয় তখন সে যেন আঙ্গুল চেটে খায়, কেননা সে জানে না কোন খাদ্যে বরকত আছে' *(মুসলিম, হা/২০৩৩)*।

ভাতের একটা দানা পড়ে গেলেও তা উঠিয়ে নেওয়া উচিত। এই একটা দানার পিছনে দুনিয়ার কত মানুষের পরিশ্রম আছে।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

আল্লাহ্‌র জমি, তাঁর সূর্যের আলো-বাতাস, একজন কৃষকের কয়েক মাসের মাথার ঘাম পায়ে ফেলানো পরিশ্রম, তারপর মহিলাদের কঠোর পরিশ্রমে খরা রৌদ্রে ধানগুলো সিদ্ধ করা, সেখান থেকে মেশিনের সাহায্যে চাল করে। সেই চাল ময়লা থেকে ঝেড়ে আলাদা করে বাজারে নিয়ে আসা। টাকা দিয়ে ক্রয় করে বাড়িতে এনে গ্যাস-খড়ি পুড়িয়ে জ্বাল দিয়ে সিদ্ধ করে আপনার প্লেটে দেওয়া হয়েছে। অবমূল্যায়ন করবেন না। নে'মতের অবমূল্যায়ন করা হলে মহান আল্লাহ নে'মত ছিনিয়ে নিতে পারেন।

আজও দেখি চাল ধুতে গিয়ে একটা চালও যদি পড়ে যায় আম্মু সেটা উঠিয়ে নেন। আমাদের প্লেট থেকে পড়ে যাওয়া ভাত আব্বু উঠিয়ে খেয়ে নেন। প্রতিটি নে'মতের মূল্যায়ন করা হলেই তবে নে'মতে বরকত থাকে। তাই সচেতন হৌন!

▶ ফক্বীর-মিসকীনকে গলা ধাক্কা :

মহান আল্লাহ সূরা যুহায় আমাদের রাসূলকে সর্তক করত বলেন, মহান আল্লাহ কি আপনাকে দরিদ্র পাননি? অতঃপর ধনী করে দিয়েছেন। অতএব আপনি ভিক্ষুককে গলা ধাক্কা দিবেন না। এই সূরায় মহান আল্লাহ সর্তক করে দিয়েছেন আমিই আপনাকে ধনী করে দিয়েছি। অতএব দরিদ্র ব্যক্তিদের গলা ধাক্কা দিবেন না। আমি চাইলে আবার আপনাকে দরিদ্র করে দিতে পারি। প্রতিটি ফক্বীর আপনার জন্য পরীক্ষা। প্রতিটি দরিদ্র ব্যক্তি, যে আপনার সাহায্য চাচ্ছে আপনার জন্য পরীক্ষা। মহান আল্লাহ দেখতে চান আপনি আল্লাহ্‌র এই দরিদ্র বান্দাদের আল্লাহ প্রদত্ত নে'মত থেকে কিছু দিচ্ছেন না, গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছেন।

বনী ইসরাঈলের তিন ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ ফেরেশতা পাঠিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন' যা বিস্তারিত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে *(বুখারী, হা/৩৪৬৪)*।

বনী ইসরাইলের এই ঘটনা আরো প্রমাণ করে, কেউ যদি আপনার কাছে হাত পাতে তাহলে আপনার এটা অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নাই যে সে সত্য বলছে না মিথ্যা বলছে। কেননা বনী ইসরাইলের ওই তিন ব্যক্তির কাছে আসা ফেরেশতা মূলত ফকীর ছিলনা। সে তো ফেরেশতা ছিল। তবুও কোন প্রকার অনুসন্ধান ছাড়াই ওই ফকীরবেশী ফেরেশতাকে সহযোগিতা করা তাদের জন্য পরীক্ষা ছিল। কেননা ভিক্ষুক সত্য বলছে না মিথ্যা এটা তার পরীক্ষা। এটার হিসাব সে দিবে আল্লাহর দরবারে। আর আমাদের জন্য পরীক্ষা হচ্ছে তাকে দিয়ে দেওয়া। তাই আসুন! যেই হাত পাতুক না কেন তাকে ফিরিয়ে না দেই।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

▶ অহংকার :

অহংকার পতনের মূল। অহংকার মহান আল্লাহ্‌র চাদর। যে আল্লাহ্‌র চাদর নিয়ে ছিনিমিনি খেলে মহান আল্লাহ তাকে বরদাশত করেন না।

মূসা আলাইহিস সালাম -এর যুগে ক্বারূনের কাহিনী মহান আল্লাহ কুরআনে বর্ণনা করেছেন। ক্বারূনের ধনভান্ডারের চাবি বহন করার জন্য একদল লোক লাগত। সে তার সম্পদের দাপটে অহংকার করেছিল। মহান আল্লাহ তাকে তার ধন-সম্পদসহ জমিতে ধ্বসিয়ে দিয়েছেন *(ক্বাছাছ, ৭৯-৮১)*।

পৃথিবীতে টাকার বলে যারা অহংকার করে তাদের শিক্ষার জন্য ক্বারূনের কাহিনীই যথেষ্ট। দাউদ ও সুলায়মান আলাইহিস সালাম -কেও মহান আল্লাহ অঢেল রাজত্ব ও সম্পদ দিয়েছিলেন, যা দুনিয়াতে কাউকে দেননি। তাদেরকে মহান আল্লাহ যত দিয়েছেন তারা তত মহান আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করেছে। তারা তত নম্র হয়েছে। তত বেশি ইবাদত করেছে। তত মহান আল্লাহর দরবারে নত হয়েছে। এটাই প্রকৃত বুদ্ধিমানের পরিচয়। আমাদের সমাজে মানুষের একটু টাকা বেশি হলে অহংকারের শেষ থাকে না। তার এই অহংকারই তাকে আবার দরিদ্র করে দেয়। মূলত যারা টাকা বেশি হলে অহংকার করে, তাদের ধনী হওয়া ডিজার্ভ করে না। এই জন্যই তারা অহংকারের ফলে আবার ধ্বংস হয়ে যায়।

▶ গরীব গৌরবী :

আপনি একজন রিকশাচালক। দিনে তিনশ' টাকা ইনকাম করেন। অথচ আপনার চালচলন, হাবভাবে অতি বাড়াবাড়ির শেষ নাই। অহংকার করা মহাপাপ। আর যেখানে আপনার চলার সামর্থ্য নাই সেখানে আপনি কিসের ভিত্তিতে অহংকার করছেন। আপনি কেন বাজার থেকে বড় ইলিশ মাছ কিনে নিয়ে যাচ্ছেন অথচ আপনার সামর্থ্য নাই। আপনি কেন স্ত্রীর জন্য দামী শাড়ি কিনছেন। গরীর গৌরবী দরিদ্রতার অন্যতম কারণ। পাশের বাড়ির লোকের সাথে আপনাকে পাল্লা দিতে হবে। আপনার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েকে সমাজের স্ট্যাটাস রক্ষা করতে হবে তাই বিবেকহীনতা ও বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়ে নিজের টাকা ধ্বংস কর স্ট্যাটাস রক্ষা করতেছেন? মহান আল্লাহ তিন শ্রেণির ব্যক্তির সাথে ক্বিয়ামতের মাঠে কথা বলবেন না। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গরীব গৌরবী *(মুসলিম, হা/৩০৯)*।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

জীবনের দুঃখ-কষ্ট ও কিছু কথা

প্রত্যেকেরই কষ্ট আছে এবং প্রত্যেকেই তার নিজের কষ্টটাকে বড় করে দেখে। এটি একটি সহজাত প্রবৃত্তি। সিনেমায় পার্শ্ব চরিত্রের মৃত্যুতে আপনার কিছু যায় না আসলেও নায়কের সামান্য কিছুতে আপনার চোখে পানি আসে। আপনি খুব সামান্য কিছু হলেও আপনার দৃষ্টি দিয়ে যে পৃথিবী আপনি দেখছেন, সেখানে আপনিই হলেন প্রধান চরিত্র, আর অন্যসব পার্শ্ব চরিত্র।

এ কারণেই আমরা আমাদের দুঃখ-কষ্টকে অনেক বেশি বড় করে দেখি। একশ' মানুষের মৃত্যু সংবাদের চাইতে নিজের একশ' ডিগ্রি জ্বর আপনাকে কাতর করে ফেলে। কিন্তু মানুষের এই পয়েন্ট অফ ভিউটা সঠিক নয়। একা একা ভালো থাকা যায় না। ভালো থাকতে হলে প্রথমেই আপনাকে এই আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

> “আপনার অনেক দুঃখ-কষ্ট থাকতেই পারে, এর মানে এই নয় যে আপনাকে কষ্টে কষ্টে মরে যেতে হবে; এর মানে হলো আপনাকে এই কষ্টটা সহ্য করতে হবে। একজন সফল এবং ব্যর্থ মানুষের মৌলিক পার্থক্যটা খুব সামান্য। একদল কষ্ট পায় আরেকদল সহ্য করে।”

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

রিযিক্ব

জীবনে ব্যর্থ হলে সেটার জন্য অপ্রত্যাশিত ঘটনাকে দায়ী করা ঠিক নয়। সেই ঘটনায় আপনি কী রকম আচরণ করছেন, সেটার দায় একমাত্র আপনার নিজের।

অপ্রত্যাশিত ঘটনার উপর আপনার হাত নেই কিন্তু সেই ঘটনা আপনি কীভাবে মোকাবেলা করবেন সেটা আপনার নেতৃত্বেই হবে।

আপনার ভালো না থাকার সবচেয়ে বড় কারণ হলো আপনি নিজেকে ভালো রাখতে জানেন না। যা পাননি, যা হারিয়েছেন, তা আপনার কাছে বড় হয়ে ধরা দিয়েছে। আর যা পেয়েছেন তার জন্য অন্তর থেকে একবারও মহান রবের শুকরিয়া আদায় করেননি।

এই যে পৃথিবীতে এত মানুষ না খেয়ে আধমরা হয়ে আছে, প্রতিবন্ধী হয়ে আছে, একটা দুর্ঘটনায় পরিবারের সব মানুষকে হারিয়ে বসেছে, শীতের খোলা আকাশের নিচে চাদরে মুখ ঢেকে কাঁদছে, নিজের বোনের ধর্ষিত হবার সংবাদ পত্রিকায় পড়ছে, ক্যান্সারে আক্রান্ত প্রিয় মুখের দিকে তাকিয়ে মৃত্যুর দিন গুনছে, আপনি তাদের কেউ একজন না হয়েও যদি আপনি ভালো না থাকেন এর মানে হলো আপনি এমন একজন আত্মকেন্দ্রিক মানুষ, যে নিজের ছোট ছোট কষ্ট সহ্য করতে পারে না। অনেক পেয়েও যেটা পাননি সেটা ভেবে ভেবে কপাল চাপড়ানো এক অকৃতজ্ঞ মানুষ আপনি।

সুতরাং জীবনের শত দুঃখের মাঝেও আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করার একটা ছুতো বের করে নিন। মন থেকে বলুন, 'আল-হামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল'। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র শুকরিয়া। ইনশাআল্লাহ বড় থেকে বড় দুঃখ-কষ্টও তখন হালকা মনে হবে।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

বিপদ-আপদ

কুরআনে মহান আল্লাহ শিখিয়েছেন বিপদে পড়লে বলতে হয়, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিঊন। যার অর্থ হলো, নিশ্চয় আমরা মহান আল্লাহ্‌র জন্য এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাব *(বাক্বারা, ১৫৬)*।

ধরুন, আমি একটি প্রাইভেট কার ড্রাইভ করছি। একদম নতুন কেনা। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই গাড়িতে কোনো একটা সমস্যা দেখা গেল। বাধ্য হয়ে গাড়িটা সাইড করে রাস্তার পাশে রাখতে হলো। প্রচণ্ড রাগ হলো আমার। অনেকগুলো টাকা দিয়ে গাড়িটা কিনলাম, কীভাবে হতে পারে এমন কিছু? যরূরী কাজটা আজ মিস হয়ে যাচ্ছে। এই গরমে জ্যামের মাঝে আটকে আছি, ঐদিকে এসিটাও ঠিকভাবে কাজ করছে না। গাড়িটার উপর আমি বিরক্ত। কারণ আমার ধারণা অনুযায়ী আমিই এটার মালিক। গাড়িটা আমারই।

কিন্তু একজন সত্যিকারের মুমিন হিসাবে যেটা ভাবা উচিত তা হলো, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন'। আমি নিজেকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে আমি আসলে কিছুরই মালিক নই, কোনো কিছুই আমার সম্পদ নয়। বরং আমি নিজেই অন্য কারও সম্পত্তি। আমি একমাত্র আল্লাহ্‌র, তিনিই আমার মালিক। কোনো সন্দেহ নেই আমি তাঁরই জন্য। তাহলে আমি কীভাবে অভিযোগ করব কিছুর ব্যাপারে? আমি তো কিছুরই মালিক নই! দ্বিতীয় অংশ হলো, 'ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন'। কোনো সন্দেহ নেই তাঁর কাছেই আমরা ফিরে যাব।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ? কারণ আমি আপনি এই মুহূর্তে যেই বিপদেই থাকি না কেন, সেটা চিরস্থায়ী নয়! হোক সেটা টাকা-পয়সার সমস্যা, স্বাস্থ্যগত সমস্যা, পরিবার নিয়ে সমস্যা, ইমোশনাল সমস্যা, শারীরিক সমস্যা, যেটাই হোক। কোনোটাই চিরস্থায়ী নয়। কারণ আমি, আপনি, আমরা নিজেরাই চিরস্থায়ী নই। যখন আমরাই স্থায়ী নই তাহলে আমাদের সমস্যাগুলো কীভাবে স্থায়ী হবে? আমাদের নিজেদেরই আল্লাহ পাকের কাছে ফিরে যেতে হবে। এই সমস্যাটা কিছুই নয়, বরং ভুলে যান এটি। কারণ আমরাই তো থাকব না। শুধু যে এই ঝামেলাগুলো থাকবে না তা নয়, আমরাই থাকব না। আমাদেরই ফিরে যেতে হবে আল্লাহ পাকের কাছে।

সুতরাং যেকোনো বিপদে পড়লে অন্তর থেকে বলুন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিঊন। নিশ্চয় আমরা মহান আল্লাহ্‌র এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাব। ইনশাআল্লাহ সাময়িক বিপদ আপনার জন্য হালকা হয়ে যাবে।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

রিযিক্বের জন্য কিছু দুআ

রিযিক্ব অর্জনে এবং অভাব দূরীকরণে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করা উচিত। কারণ তিনি প্রার্থনা কবুল করেন। আর আল্লাহ তা'আলাই রিযিক্বদাতা এবং তিনি অসীম ক্ষমতাবান। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

'আর তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব' (মুমিন, ৬০)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللهِ فَيُوشِكُ اللهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ ».

'যে ব্যক্তি অভাবে পতিত হয়, অতঃপর তা সে মানুষের কাছে সোর্পদ করে (অভাব দূরীকরণে মানুষের ওপর নির্ভরশীল হয়), তার অভাব মোচন করা হয় না। পক্ষান্তরে অভাবে পতিত হয়ে এর প্রতিকারে আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভরশীল হয় তবে অনিতবিলম্বে আল্লাহ তাকে প্রাচুর্য্য দিবেন ত্বরিত মৃত্যু ত্বরিত রিযিক্বের মাধ্যমে' *(আবুদাউদ, হা/১৬৪৭)*। তিরমিযীর সনদে আছে ত্বরিত রিযিক্ব বা ধীর রিযিক্বের মাধ্যমে *(তিরমিযী, হা/২৮৯৬)*।

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

রিযিক্ব

রাসূল ﷺ রিযিক্বের জন্য কিছু দু'আ শিখিয়ে দিয়েছেন। নিম্নে তা পেশ করা হলো :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقًا طَيِّبًا، وَعِلْمًا نَافِعًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

উচ্চারণ : *আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা রিযক্বান তায়্যেবা ও ইলমান নাফেআ' ওয়া আমালান মুতাকাব্বালা।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট পবিত্র রিযিক্ব, উপকারী জ্ঞান ও মাক্ববূল আমল চাই' *(শু'আবুল ঈমান, হা/১৭৮২)*।

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আপনি আসমান ও যমীনের প্রতিপালক। আপনি আরশে আযীম ও আমাদের প্রতিপালক। আপনি সবকিছুর প্রতিপালক। আপনি বীজদানা বিদীর্ণকারী এবং তাওরাত ও ইঞ্জীল অবতীর্ণকারী। আমি আপনার নিকট প্রত্যেক অমঙ্গল থেকে পরিত্রাণ চাই, যার রশি আপনার হাতে। হে আল্লাহ! আপনিই প্রথম। আপনার পূর্বে কিছুই নাই। আপনিই শেষ। আপনার পরেও কিছুই নাই এবং আপনি প্রকাশ্য। আপনার উপরে কিছুই নাই। আপনি গোপন। আপনার নিচে কিছুই নাই। আপনি আমার ঋণ দূর করে দিন এবং আমাকে দরিদ্রতা থেকে মুখাপেক্ষীহীন করে দিন' *(মুসলিম, হা/৭০৬৪)*।

« اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ ».

উচ্চারণ : *আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল ফাক্বরে ওয়াল ক্বিল্লাতে ওয়ায যিল্লাতে ওয়া আউযুবিকা মিন আন আযলিমা আউ উযলামা।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট থেকে দরিদ্রতা, স্বল্পতা ও অপমান থেকে পরিত্রাণ চাই। আর আপনার নিকট পরিত্রাণ চাই যুলুম করা হতে এবং অত্যাচারিত হওয়া থেকে' *(আবুদাউদ, হা/১৫৪৬)*।

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي رِزْقِي.

উচ্চারণ : *আল্লাহুম্মা বারিক লী ফী রিযক্বী।*

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

অর্থ : 'হে আল্লাহ আপনি আমার রূযীতে বরকত দান করুন!' *(মুসনাদে আহমাদ, হা/১৯৫৮৯)*।

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

উচ্চারণ : *আল্লাহুম্মাকফিনী বিহালালিকা আন হারামিকা ওয়া আগনিনী বিফাযলিক আম্মান সিওয়াক।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ আপনি আমার জন্য আপনার হালাল রিযিক্ব যথেষ্ট করে দিন এবং আপনার দয়া দিয়ে আমাকে অন্যের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্তি দিন!' *(তিরমিযী, হা/৩৫৬৩)*।

সমাপ্ত

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...

মানুষ মাত্রই রিযিক্ব নিয়ে চিন্তিত। রিযিক্বের চিন্তা মানুষকে এতটাই বিবেকহীন করে দেয় যে, হালাল-হারাম বিবেচনা করার মতো ফুরসতটুকুও সে পায় না। বৈধ-অবৈধ যেভাবেই হোক না কেন, অধিক থেকে অধিক উপার্জনের চেষ্টাই থাকে মুখ্য। আর এটাই ভোগবাদী দুনিয়ার সবচেয়ে নির্মম বাস্তবতা। যেখানে রিযিক্বের ক্ষেত্রে ভাগ্যের কথা বলা সেকেলে। যেখানে হালাল-হারামের বাছ-বিচার করা পাগলামির নামান্তর। রিযিক্বে বরকতের উপলব্ধি যেখানে গৌণ। 'দুনিয়াটা মস্ত বড়! খাও দাও! ফূর্তি করো!' এই বাক্যই যে জীবনের মূলমন্ত্র। এই বইয়ে আপনি দেখতে পাবেন বস্তুবাদী দুনিয়ার মূল্যহীন ও ধোঁকায় পরিপূর্ণ নিষ্ঠুর চেহারা। দেখবেন রিযিক্ব বৃদ্ধির সাথে আধ্যাত্মিকতার কী গভীর সম্পর্ক! অনুভব করবেন বরকতের বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তা। ধন-সম্পদের বিপরীতে খুঁজে পাবেন মানসিক শান্তির মূল্য। রিযিক্ব নিয়ে চিন্তিত প্রতিটি মানুষের চিন্তার উপশম, ক্ষুধার খোরাক ও রোগের আরোগ্য রয়েছে বইটিতে।

নিবরাস প্রকাশনী
নওদাপাড়া, (আমচত্বর), সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
মোবাইল : ০১৩০১-৩৯৬৮৩৬, ০১৪০৭-০২১৮৪৯

ফ্রিতে সালাফি বইয়ের PDF ডাউনলোড করুন। SalafiForum.com সালাফি আকিদা ও মানহাজ সম্পর্কে জানতে...